الخطبة السّادسة والاربعون فى التراويح المركبة مِنَ الصّلوٰة والقراٰن

খোৎবা—৪৬

তারাবীহ নামায ও কোরআন পাঠ সম্পর্কে

(রমযানের দ্বিতীয় জুমুয়াপড়িবেন)

(১) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ جَلّٰى نَهَارَ رَمَضَانَ بِالصِّيَامِ -

(১) সকল তা'রীফ আল্লাহ্ তা'আলার জন্য যিনি রোযা দ্বারা রমযানের দিনগুলিকে

وَحَلّٰى لَيَالِيَهٗ بِالْقِيَامِ - (২) وَنَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ

উজ্জ্বল করিয়াছেন এবং নামায দ্বারা উহার রাত্রিকে শোভিত করিয়াছেন। (২) আমরা সাক্ষ্য দিতেছি, আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নাই। তিনি

لَا شَرِيْكَ لَهٗ - (৩) وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ

একক, তাঁহার কোন শরীক নাই। (৩) আমরা আরও সাক্ষ্য দিতেছি, সাইয়্যেদেনা

وَرَسُوْلُهٗ - (৪) اَلَّذِىْ بَشَّرَهُمْ اَنَّ هٰذَا الشَّهْرَ اَوَّلُهٗ رَحْمَةٌ

মাওলানা হযরত মুহম্মদ (দঃ) তাঁহারই বান্দা এবং তাঁহারই রাসূল। (৪) যিনি মানুষকে এই বলিয়া সুসংবাদ প্রদান করিয়াছেন যে, এই মাসের প্রথম ভাগে

وَّاَوْسَطُهٗ مَغْفِرَةٌ وَّاٰخِرُهٗ عِتْقٌ مِّنَ الْعَذَابِ الْغَرَامِ - (৫) صَلَّى

রহমত, মধ্যভাগে মাগফেরাত এবং শেষ ভাগে কঠিন আযাব হইতে নাজাত

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهِ الَّذِيْنَ سَادُوْهُمْ بِالْفَضْلِ

রহিয়াছে। (৫) আল্লাহ্ পাক তাঁহার উপর, তাঁহার পরিবারবর্গ ও ছাহাবীদের

(৪) তরগীব নাসায়ী। (৫) বোখারী মোসলেম।

التَّامِّ - وَقَادُوهُمْ إِلَى دَارِ السَّلَامِ - وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا -

উপর অশেষ করুণা বর্ষণ করুন যাঁহারা পূর্ণ শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী হইয়া মানুষের নেতৃত্ব করিয়াছিলেন ও তাহাদিগকে বেহেশ্‌তের পথে পরিচালিত করিয়াছিলেন।

(৬) أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ مِنْ وَظَائِفِ شَهْرِ رَمَضَانَ قِيَامَ لَيَالِيهِ

(৬) অতঃপর (শুনুন) রমযান মাসের বিশেষ এবাদৎ হইতেছে নামায এবং কোরআন

بِالصَّلٰوةِ وَالْقُرْاٰنِ - (৭) وَالتَّخْفِيفُ فِيهَا وَالتَّبْعِيضُ فِيهِ

পাঠে রাত্রি জাগরণ করা। (৭) উক্ত নামায সংক্ষেপ করা এবং কোরআন শরীফ

مُسَوَّغَانِ - بِغَيْرِ أَنْ يَقَعَ فِيهِمَا خَلَلٌ أَوْ نُقْصَانٌ - (৮) كَمَا قَالَ

ভাগ ভাগ করিয়া পড়া উভয় জায়েয। কিন্তু উহাতে যেন নামায কিংবা কোরআন তেলাওয়াতে কোনরূপ ত্রুটী-বিচ্যুতি না হয়। (৮) যেমন, রাসূলে খোদা (দঃ) এরশাদ

رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللّٰهَ فَرَضَ صِيَامَ رَمَضَانَ

করেন : আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের উপর রমযান শরীফের রোযা ফরয করিয়াছেন,

وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ - فَمَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ إِيمَانًا وَّاحْتِسَابًا

আর রাত্রির নামায আমি তোমাদের প্রতি সুন্নত করিয়াছি; সুতরাং যে ব্যক্তি ঈমানী প্রেরণা ও সওয়াবের উদ্দেশ্যে এই মাসে রোযা রাখিবে এবং নামায

خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمٍ وَّلَدَتْهُ أُمُّهُ - (৯) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ

পড়িবে সে ব্যক্তি গোনাহ্ হইতে এরূপ মুক্ত হইবে যেন অদ্যই তাহার মা তাহাকে প্রসব করিয়াছে। (৯) রাসূলে দোজাহান (দঃ) এরশাদ করেন : যে ব্যক্তি

وَالسَّلَامُ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ

ঈমানের সহিত সওয়াবের উদ্দেশ্যে রমযান মাসে রোযা রাখিবে তাহার পূর্বকৃত

(৮) আইন, তরগীব নাসায়ী হইতে। (৯) বোখারী, মোসলেম।

مِنْ ذَنْبِهٖ - (১০) وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَلَهٗ

সকল গোনাহ্ মা'ফ হইয়া যাইবে। (১০) আর যে ব্যক্তি ঈমানের সহিত ছওয়াবের

مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ - (১১) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ اَلصِّيَامُ

উদ্দেশ্যে রমযানের রাত্রির নামায পড়িবে তাহারও পূর্বকৃত সকল গোনাহ্ মা'ফ

وَالْقُرْاٰنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَقُوْلُ الصِّيَامُ اَىْ رَبِّ مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ

করা হইবে। (১১) রাসূলে খোদা (দঃ) এরশাদ করেন ঃ ক্বিয়ামত দিবসে রোযা এবং ক্বোরআন মজীদ বান্দার জন্য সুপারিশ করিবে। রোযা বলিবে ঃ

وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفِّعْنِىْ فِيْهِ - وَيَقُوْلُ الْقُرْاٰنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ

খোদাওন্দ! এই ব্যক্তিকে দিনভর পানাহার ও যৌন-বাসনা পুরণ হইতে আমি নিবৃত্ত রাখিয়াছি; সুতরাং তাহার স্বপক্ষে আপনি আমার সুপারিশ কবূল

بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِىْ فِيْهِ فَيُشَفَّعَانِ - (১২) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ

করুন। ক্বোরআন মজীদ বলিবে, খোদাওন্দ! এই ব্যক্তিকে রাত্রিবেলা আমি ঘুম হইতে বিরত রাখিয়াছি। সুতরাং তাহার সম্পর্কে আপনি আমার সুপারিশ

وَالسَّلَامُ مَا مِنْ مُصَلٍّ اِلَّا وَمَلَكٌ عَنْ يَّمِيْنِهٖ وَمَلَكٌ عَنْ يَّسَارِهٖ

কবূল করুন। অতঃপর উভয়েরই সুপারিশ কবূল হইবে। (১২) রাসূলে-খোদা (দঃ) এরশাদ করেন ঃ প্রত্যেক মুছল্লীর ডান দিকে একজন ফেরেশ্‌তা এবং

فَاِنْ اَتَمَّهَا عَرَجَا بِهَا - وَاِنْ لَّمْ يُتِمَّهَا ضَرَبَا بِهَا عَلٰى وَجْهِهٖ -

বাম দিকে একজন ফেরেশ্‌তা থাকে, যদি সে নামায পূর্ণরূপে আদায় করে, তবে উহা নিয়া তাহারা (আসমানে) চলিয়া যায়। আর যদি উহা পূর্ণরূপে আদায়

(১৩) وَسُئِلَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَنْ قَوْلِ اللّٰهِ وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ

না করে, তাহা হইলে তাহারা উহা তাহার মুখের উপর নিক্ষেপ করে। (১৩) রাসূলে পাক (দঃ) সমীপে কেহ আল্লাহ্ পাকের বাণী—"ক্বোরআন শরীফ

تَرْتِيْلًا ۝ قَالَ بَيِّنْهُ تَبْيِيْنًا وَّلَا تَنْثُرْهُ نَثْرَ الدَّقَلِ وَلَا تَهُذَّهُ

তারতীলের সহিত পাঠ করিও" সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি ফরমাইলেন : (উহার অর্থ) কোরআন শরীফ তোমরা খুব স্পষ্ট করিয়া পড়িও। উহা

هَذَّ الشِّعْرِ - وَلَا يَكُنْ هَمُّ اَحَدِكُمْ اٰخِرَ السُّوْرَةِ - (١٤) اَعُوْذُ

বিক্ষিপ্ত খেজুর দানার ন্যায় এলোমেলোভাবে পড়িও না। আর মুখস্থ কবিতার ন্যায় ছিন্ন ছিন্ন করিয়া পড়িও না। আর যেন তোমাদের কেহ শুধু সূরা শেষ

بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - (١٥) يٰٓاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ الَّيْلَ

করিবার জন্য ব্যস্ত না হয়। (১৪) বিতাড়িত শয়তান হইতে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় চাহিতেছি। (১৫) (আল্লাহ্ পাক বলেন :) হে বস্ত্রাবৃত নবী! উঠুন রাত্রি

اِلَّا قَلِيْلًا ۝ نِّصْفَهٗٓ اَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيْلًا ۝ اَوْ زِدْ عَلَيْهِ

জাগরণ করুন। উহার কিছু অংশ বাদ দিয়া অর্থাৎ অর্ধ রাত্রি অথবা উহা

وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا ۝

অপেক্ষা কিছু কম অথবা কিছু বেশী এবং স্পষ্ট করিয়া কোরআন শরীফ তেলাওয়াৎ করুন।

الخطبة السّابعة والاربعون فى ليْلةِ القدْر والاعْتكاف

খোৎবা—৪৭

শবেকদর ও এ'তেকা'ফ সম্পর্কে

(রমযানের তৃতীয় জুমুআয় পড়িবে)

(١) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ وَهَبَ لَنَا لَيْلَةَ الْقَدْرِ - (٢) هِىَ

(১) সমস্ত তা'রীফ আল্লাহ্ তা'আলার জন্য যিনি আমাদিগকে এক

خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ - وَاَفْضَلُ اَفْرَادِ الزَّمَانِ - (৩) وَشَرَعَ

মহা সম্মানিত রাত্রি (শবে-কদর) দান করিয়াছেন। (২) উহা হাজার মাস ও

لَنَا الْاِعْتِكَافَ فِىْ بُيُوْتِ الرَّحْمٰنِ - (৪) وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

যমানার অন্যান্য অংশ অপেক্ষা অধিক উত্তম। (৩) তিনি আমাদিগকে আল্লাহ্‌র ঘরে (মসজিদে) এ'তেকাফ করার হুকুম দিয়াছেন। (৪) আমি সাক্ষ্য

وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ - (৫) وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا

দিতেছি, আল্লাহ্‌ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নাই। তিনি একক, তাঁহার কোন শরীক নাই।(৫) আমি আরও সাক্ষ্য দিতেছি, পল্লী ও শহরবাসীর

عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ سَيِّدُ اَهْلِ الْبَوَادِىْ وَالْعُمْرَانِ - (৬) صَلَّى اللّٰهُ

সকলেরই সরদার সাইয়্যেদেনা মাওলানা হযরত মুহম্মদ (দঃ) তাঁহারই বান্দা ও

عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ سَادَاتِ اَهْلِ الْاِيْمَانِ وَالْعِرْفَانِ -

রাসূল। (৬) আলাহ্‌ তা'আলা তাঁহার উপর এবং ঈমানদার ও মা'আরেফাত-বিদগণের সরদার তাঁহার পরিবারবর্গ ও ছাহাবীদের উপর রহ্‌মত নাযিল করুন।

(৭) اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ حَانَ الْعَشْرُ الْاَخِيْرُ مِنْ رَّمَضَانَ - (৮) هُوَ

(৭) অতঃপর (জানিয়া রাখুন) রমযান মাসের শেষ দশ দিন আসিয়া পড়িয়াছে।

زَمَانُ الْاِعْتِكَافِ وَزَمَانُ تَحَرِّىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ لِنَيْلِ الْاَجْرِ

(৮) ইহা এ'তেকাফ এবং আল্লাহ্‌ পাকের সন্তুষ্টি ও পুরস্কার লাভের উদ্দেশ্যে

وَالرِّضْوَانِ - (৯) وَقَدْ نَطَقَ بِفَضْلِهِمَا الْحَدِيْثُ وَالْقُرْاٰنُ

"শবে-কদর" অন্বেষণের সময়। (৯) পবিত্র কোরআন ও হাদীস শরীফে

(১০) فَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَاَنْتُمْ عَاكِفُوْنَ

এ'তেকাফ ও শবে-কদরের ফযীলত বর্ণনা করা হইয়াছে। (১০) আল্লাহ্ পাক

فِى الْمَسَاجِدِ ط (১১) وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ

এরশাদ করেন: তোমরা এ'তেকাফ অবস্থায় মসজিদে থাকিয়া স্ত্রীসহবাস করিও না। (১১) আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন: কদরের রাত্রি হাজার মাস

اَلْفِ شَهْرٍ - (১২) وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

হইতে উত্তম। (১২) রাসূলে খোদা (দঃ) ফরমাইয়াছেন: যে ব্যক্তি শবে-কদরে

مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ اِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهٗ مَا تَقَدَّمَ

ঈমানের সহিত ও ছওয়াবের উদ্দেশ্যে রাত্রি জাগরণ করে, তাহার পূর্বকৃত

مِنْ ذَنْبِهٖ - (১৩) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ فِيْهِ لَيْلَةٌ

গোনাহ্ মাফ হইয়া যায়। (১৩) রাসূলে খোদা (দঃ) ফরমাইয়াছেন: এই

خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ - مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ - (১৪) وَقَالَ

রমযান মাসের মধ্যে এমন একটি রাত্রি আছে যাহা হাজার মাস হইতে উত্তম। যে ব্যক্তি এই রাত্রির নেকী হইতে বঞ্চিত থাকিবে সে সর্বহারা হইবে।

عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ اِذَا كَانَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ نَزَلَ جِبْرَئِيْلُ

(১৪) রাসূলে পাক এরশাদ করেন: শবে কদর উপস্থিত হইলে হযরত

فِىْ كَبْكَبَةٍ مِّنَ الْمَلٰئِكَةِ يُصَلُّوْنَ عَلٰى كُلِّ عَبْدٍ قَائِمٍ اَوْ قَاعِدٍ

জিবরায়ীল (আঃ) এক দল ফেরেশতা সহ পৃথিবীতে নামিয়া আসেন। এই রাত্রে যে দাঁড়াইয়া কিংবা বসিয়া আল্লাহ্ পাকের যিক্‌রে মশগুল থাকে

يَذْكُرُ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ - (১৫) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ

তাহাদের জন্য দোআ করিতে থাকেন। (১৫) রাসূলে পাক (দঃ) এ'তেকাফকারী

فِى الْمُعْتَكِفِ هُوَ يَعْتَكِفُ الذُّنُوْبَ وَ يُجْزٰى لَهٗ مِنَ الْحَسَنَاتِ

সম্পর্কে বর্ণনা করেন: এ'তেকাফকারী গোনাহ্ হইতে বিরত থাকে এবং তাহার আমলনামায় সর্বপ্রকার নেকী কার্যতঃ আদায়কারীর ন্যায় লেখা হয়।

كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا - (١٦) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ

(অর্থাৎ এ'তেকাফের কারণে যে সব নেক কাজ করিতে পারে না তাহারও ছওয়াব লেখা হয়)। (১৬) হাবীবে খোদা (দঃ) এরশাদ করেন: তোমরা

تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِى الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ - (١٧) وَقَالَ

রমযানের শেষ দশদিনে শবেকদর তালাশ করিও। (১৭) হযরত সাঈদ ইবনে

سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ مَنْ شَهِدَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِى جَمَاعَةٍ فَقَدْ اَخَذَ

মুসাইয়্যাব (রাঃ) বর্ণনা করেন: যে ব্যক্তি শবেকদরে (এশার) জামাতে শামিল

بِحَظِّهٖ مِنْهَا - وَكَانَهٗ تَفْسِيْرٌ لِلْمَرْفُوْعِ مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ -

হইবে সে উহার কিছু অংশ লাভ করিবে। হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যাব (রাঃ)-এর এই বর্ণনা উক্ত হাদীস: "যে ব্যক্তি এই রাত্রে নেকী হইতে বঞ্চিত থাকিবে

(١٨) فَالَّذِىْ شَهِدَ فِى جَمَاعَةٍ لَّمْ يُحْرَمْ خَيْرَهَا - (١٩) اَعُوْذُ

সে সর্বহারা হইবে" (من حرم خيرها فقد حرم)-এর ব্যাখ্যা স্বরূপ। (১৮) সুতরাং যে ব্যক্তি (ঐ রাত্রে এশার) জামাতে হাযির হইবে সে উহার ছওয়াব হইতে

بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - (٢٠) وَالْفَجْرِ ۝ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ۝

একেবারে বঞ্চিত হইবে না। (১৯) বিতাড়িত শয়তান হইতে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। (২০) (আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন:) ফজরের ওয়াক্ত এবং রমযান মাসের শেষ দশ রাত্রির কসম, আর কসম জোড়

وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ۝ وَالَّيْلِ اِذَا يَسْرِ ۝

ও বিজোড়ের এবং গমনোদ্যত রাত্রির কসম। (এই কসম দ্বারা এ'তেকাফ ও শবে কদরের গুরুত্ব প্রকাশ পায়।)

الخطبة الثامنة وَالاربعون فى احْكام عيْد الفطْر

খোৎবা—৪৮
ঈদুল ফেৎরের আহ্কাম সম্পর্কে
(রমযানের শেষ জুমুআয় পড়িবে)

(١) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ وَفَّقَنَا لِتَكْمِيْلِ عِدَّةِ رَمَضَانَ -

(১) সকল প্রকার তা'রীফ আল্লাহ্ তা'আলার নিমিত্ত যিনি আমাদিগকে

(٢) وَنُكَبِّرُهٗ عَلٰى مَا هَدَانَا لِخِلَالِ الْاِسْلَامِ وَالْاِيْمَانِ -

রমযানের রোযা আদায়ের তওফীক দিয়াছেন। (২) আমরা তাঁহারই বড়ত্ব বর্ণনা করি, যেহেতু তিনি আমাদিগকে ঈমান ও ইসলামের আদর্শের দিকে

(٣) وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ - (٤) وَنَشْهَدُ

হেদায়ত করিয়াছেন। (৩) আমরা সাক্ষ্য প্রদান করি, আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নাই। তিনি একক, তাঁহার কোন শরীক নাই।

اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهُ الْاَمِيْنُ - (٥) صَلَّى

(৪) আমরা আরও সাক্ষ্য দেই, আমাদের নেতা সাইয়্যেদেনা হযরত মুহম্মদ (দঃ)

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ اَجْمَعِيْنَ - وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا -

তাঁহার বান্দা ও তাঁহার রাসূলে আমীন। (৫) আল্লাহ্ পাক তাঁহাকে ও

(٦) اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ اَنْقَضَاءُ شَهْرِ الصَّبْرِ - وَاِظْلَالُ يَوْمِ

তাঁহার সকল পরিবারবর্গকে অশেষ রহমত ও শান্তি প্রদান করুন। (৬) অতঃপর (অবগত হউন,) ছবরের মাস অর্থাৎ রমযান শেষ হইতে চলিয়াছে এবং ঈদুল

الْفِطْرِ - (٧) لَهُمَا طَاعَاتٌ وَاَعْمَالٌ - لَاتُحْتَمَلُ الْغَفْلَةُ عَنْهَا

ফেৎরও আসিয়া পৌঁছিয়াছে। (৭) এই দুই সময়ে অনেক আমল ও এবাদৎ আছে।

وَالْاِمْهَالُ - (৮) مِنْهَا التَّلَافِىْ لِمَا فَرَطَ مِنَّا فِىْ هٰذِهِ الْاَيَّامِ -

উহা হইতে গাফলত ও অলসতা প্রকাশ করা উচিত নহে। (৮) ঐ সমস্ত আমলের মধ্যে (ক) রমযান মাসেনিজ নিজ ত্রুটি সংশোধন করিয়া লওয়া

لِئَلَّا تَرْغَمَ اُنُوْفُنَا - (৯) كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ

যাহাতে খোদার দরবারে লজ্জিত হইতে না হয়। (৯) যেমন, রাসূল

وَرَغِمَ اَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ ثُمَّ انْسَلَخَ قَبْلَ اَنْ يُغْفَرَ لَهٗ -

আলাইহিছ ছালাতু ওয়াস্সালাম এরশাদ করিয়াছেন : ঐ ব্যক্তি লাঞ্ছিত যাহার নিকট পবিত্র রমযান মাস আসিয়াছে, কিন্তু তাহার গোনাহ্ মা'ফ হইবার

(১০) وَمِنْهَا اِحْيَاءُ لَيْلَةِ الْعِيْدِ - فَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ

পূর্বেই উহা চলিয়া গিয়াছে।(১০)(খ)ঈদের রাত্রে জাগরিত থাকিয়া এবাদৎ করা :

وَالسَّلَامُ مَنْ قَامَ لَيْلَتَىِ الْعِيْدَيْنِ مُحْتَسِبًا لَّمْ يَمُتْ قَلْبُهٗ

এই মর্মে রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) ফরমাইয়াছেন : যে ব্যক্তি ছওয়াবের উদ্দেশ্যে ঈদুল ফেৎর ও ঈদুল আযহার রাত্রি জাগরণ করে, তাহার দেল মুর্দা

يَوْمَ تَمُوْتُ الْقُلُوْبُ - (১১) وَمِنْهَا صَدَقَةُ الْفِطْرِ - فَقَدْ قَالَ

হইবে না যেদিন সমস্ত দিলই মুর্দা হইয়া যাইবে। (১১) (গ) ছদকায়ে ফেৎর

عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ صَاعٌ مِّنْ بُرٍّ اَوْ قَمْحٍ عَنِ اثْنَيْنِ صَغِيْرٍ

দেওয়া : রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন : ছোট বড়, আযাদ, গোলাম,

اَوْ كَبِيْرٍ حُرٍّ اَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى الْحَدِيْثَ - (১২) وَعَنِ

পুরুষ স্ত্রী প্রত্যেক দুই জনের পক্ষ হইতে এক ছা' পরিমাণ গম অথবা

ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

আটা ছদকায়ে ফেৎর দিতে হইবে। (১২) হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ)

زَكٰوةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِّنْ تَمْرٍ اَوْ صَاعًا مِّنْ شَعِيْرٍ وَّاَمَرَبِهَا اَنْ تُؤَدّٰى

বর্ণনা করিয়াছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) ছদকায়ে ফেৎর এক ছা' খেজুর অথবা

قَبْلَ خُرُوْجِ النَّاسِ اِلَى الصَّلٰوةِ - (১৩) وَمِنْهَا الصَّلٰوةُ وَالْخُطْبَةُ -

এক ছা' যব নির্ধারণ করিয়াছেন এবং উহা নামাযে যাওয়ার পূর্বে আদায় করিবার হুকুম দিয়াছেন। (১৩) (ঘ) ঈদের নামায ও উহার খোৎবা ঃ রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর

فَقَدْ كَانَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْاَضْحٰى

নিয়ম ছিল, তিনি ঈদুল ফেৎর ও ঈদুল আয্‌হা দিবসে ঈদগাহে গমন করিয়া

اِلَى الْمُصَلّٰى فَاَوَّلُ شَيْءٍ يَّبْدَأُ بِهِ الصَّلٰوةُ - ثُمَّ يَنْصَرِفُ

সর্বপ্রথম ঈদের নামায আদায় করিতেন। অতঃপর নামায শেষে তিনি

فَيَقُوْمُ مُقَابِلَ النَّاسِ وَالنَّاسُ جُلُوْسٌ عَلٰى صُفُوْفِهِمْ فَيَعِظُهُمْ

মুছল্লীদের দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইতেন। মুছল্লীগণ তাঁহাদের নামাযের কাতারে

وَيُوْصِيْهِمْ وَيَاْمُرُهُمْ - (১৪) اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ

বসিয়া থাকিতেন। তিনি তাঁহাদিগকে ওয়ায-নছীহত ও বিধিনিষেধ বর্ণনা করিতেন। (১৪) বিতাড়িত শয়তান হইতে আল্লাহ্ তা'আলার আশ্রয়

الرَّجِيْمِ - (১৫) يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

কামনা করি। (১৫) (আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন ঃ রোগাক্রান্ত, মুসাফের ও অতি বৃদ্ধ সম্পর্কে রোযার হুকুম অপেক্ষাকৃত শিথিল হওয়ার কারণ,)

وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ

আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের প্রতি বিধান সহজ করিতে চান, তিনি তোমাদের প্রতি কঠিন বিধান চাপাইতে চান না। আর তোমরা যেন রমযানের অনাদায়ী

وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ○

রোযার গণনা কর এবং আল্লাহ্ তা'আলার শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা কর। কেননা, তিনি তোমাদিগকে হেদায়তের পথে আনয়ন করিয়াছেন। আর যেন তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার শোক্‌র গোযারী কর।

الخطبة التّاسعة وَالاربعون فى الحجّ و الزيارة

খোৎবা—৪৯
হজ্জ ও যিয়ারত সম্পর্কে
(শওয়ালের প্রথম জুমুআয় পড়িবে)

(١) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ جَعَلَ الْبَيْتَ الْعَتِيْقَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ

(১) সর্ববিধ তা'রীফ আল্লাহ্ তা'আলার জন্য, যিনি প্রাচীন ঘর কা'বাকে

وَاَمْنًا ـ وَاَكْرَمَهٗ بِالنِّسْبَةِ اِلٰى نَفْسِهٖ تَشْرِيْفًا وَّتَحْصِيْنًا وَّمَنًّا ـ

মানুষের সমবেত হওয়ার স্থান ও আশ্রয় স্থল করিয়াছেন। তিনি নিজের দিকে উক্ত ঘরের সম্বন্ধ স্থাপন পূর্বক মর্যাদা দান এবং হেফাযতের ও এহ্সানের স্থল করত

(٢) وَاَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ ـ (٣) وَاَشْهَدُ

সম্মানিত করিয়াছেন। (২) আমি সাক্ষ্য দিতেছি, আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নাই। তিনি একক তাঁহার কোন শরীক নাই। (৩) আমি

اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ نَبِىُّ الرَّحْمَةِ ـ وَسَيِّدُ الْاُمَّةِ ـ

আরও সাক্ষ্য দিতেছিঃ রহমতের নবী, উম্মতের সরদার হযরত মুহম্মদ (দঃ)

(٤) صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰٓى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ قَادَةِ الْحَقِّ

তাঁহারই বান্দা ও রাসূল। (৪) আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার উপর তাঁহার পবিত্র

وَسَادَةِ الْخَلْقِ ـ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا ـ (٥) اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ حَانَ

পরিবারবর্গ ও সত্যের নায়ক, সৃষ্টির প্রধান ছাহাবীদের উপর অজস্র ধারায় রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন! (৫) অতঃপর (শুনুন) পবিত্র হজ্জের মাস নিকটবর্তী

اَشْهُرُ الْحَجِّ الَّتِىْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِيْهَا ـ اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمَاتٌ ـ

হইয়াছে,যাহার সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করিয়াছেন, নির্ধারিত কয়েক

(৬) وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ قَوْلِهٖ اَلْحَجُّ

মাসই হজ্জের সময়। (৬) রাসূলে খোদা (দঃ) এই আয়াতের তফ্‌সীরে

اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمَاتٌ ط شَوَّالٌ وَّذُوالْقَعْدَةِ وَذُوالْحِجَّةِ - (৭) وَقَالَ

বর্ণনা করিয়াছেন যে, শাওয়াল, যুলকা'দা ও যুলহজ্জ মাসই হজ্জের মৌসুম।

اللّٰهُ تَعَالٰى فِى الْحَجِّ وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ

(৭) হজ্জ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করিয়াছেন: আল্লাহ্ তা'আলার তরফ হইতে মানুষের উপর হজ্জে বাইতুল্লাহর দায়িত্ব রহিয়াছে, যাহারা পথের

اِلَيْهِ سَبِيْلًا ط (৮) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ مَنْ لَّمْ يَمْنَعْهُ

খরচ বহন করিতে সক্ষম। (৮) রাসূলে পাক (দঃ) এরশাদ করেন: যে ব্যক্তির

مِنَ الْحَجِّ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ اَوْ سُلْطَانٌ جَائِرٌ اَوْ مَرَضٌ حَابِسٌ

হজ্জ করিতে এমন কোনও প্রকাশ্য বিশেষ প্রয়োজন কিংবা যালেম বাদ্‌শাহ্

فَمَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ فَلْيَمُتْ اِنْ شَاءَ يَهُوْدِيًّا وَّاِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا -

অথবা প্রতিরোধক রোগ যদি প্রতিবন্ধক না হয় এবং সে হজ্জ না করিয়া মারা যায়, তবে সে হয় ইহুদী হইয়াই মরুক না হয় নাছারা হইয়া মরুক।

(৯) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ مَنْ حَجَّ لِلّٰهِ فَلَمْ يَرْفُثْ

(৯) রাসূলে খোদা (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন: যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে

وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ اُمُّهٗ - وَاعْتَمَرَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ

হজ্জে গিয়া কাহাকেও গালি না দেয় এবং কোনও ফাসেকী কাজ না করে, তবে সে এরূপ নিষ্পাপ অবস্থায় ফিরিয়া আসে, যেন ঐ দিনই তাহার মা তাহাকে

وَالسَّلَامُ اَرْبَعَ عُمَرٍ كُلُّهُنَّ فِىْ ذِى الْقَعْدَةِ اِلَّا الَّتِىْ كَانَتْ

প্রসব করিয়াছে। রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) চারি বারই ওমরাহ্ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে যুলকা'দা মাসে তিন ওমরাহ্ এবং অবশিষ্ট এক ওমরাহ্ যিলহজ্জ মাসে হজ্জের

مَعَ حَجَّتِهِ الْحَدِيْثَ - (١٠) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ

সাথে আদায় করিয়াছিলেন। (১০) তিনি আরও এরশাদ করিয়াছেন ঃ তোমরা

تَابِعُوْا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَاِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوْبَ -

হজ্জ এবং ওমরাহ্ উভয়ই আদায় করিও। কেননা, উহা দারিদ্র্য ও গোনাহ্ মিটাইয়া

وَمِنْ مُكَمِّلَاتِ الْحَجِّ زِيَارَةُ سَيِّدِ الْقُبُوْرِ - لِسَيِّدِ اَهْلِ الْقُبُوْرِ -

দেয়। হজ্জের পূর্ণতার জন্য যাবতীয় কবর ও কবরবাসীদের সরদার রাসূল (দঃ)-এর

وَوَرَدَ فِىْ فَضْلِهَا السُّنَنُ - اِسْنَادُ بَعْضِهَا حَسَنٌ - (١١) كَمَا قَالَ

যেয়ারত করা। ইহার ফযীলত সম্পর্কে বহু হাদীস বর্ণিত আছে। তন্মধ্যে কতিপয় হাদীসের সনদ হাসান (গ্রহণ যোগ্য)। (১১) যেমন, রাসূলে খোদা (দঃ)

عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ مَنْ زَارَ قَبْرِىْ وَجَبَتْ لَهٗ شَفَاعَتِىْ -

এরশাদ করিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি আমার মাযার যেয়ারত করিবে, তাহার জন্য

(١٢) وَاَنَا اُنَبِّئُكُمْ بِاَمْرٍ يُهِمُّكُمْ - وَهُوَ اَنَّ ذَا الْقَعْدَةِ الَّذِىْ يَلِىْ

শাফা'আৎ করা আমার উপর ওয়াজেব। (১২) এখন আমি আপনাদিগকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলিতে চাই উহা হইল ঃ শাওয়াল মাসের সংলগ্ন যুলকা'দা

شَوَّالًا لَمَّا كَانَ مِنْ اَشْهُرِ الْحَجِّ وَوَقْتًا لِوُقُوْعِ عُمَرِ النَّبِىِّ عَلَيْهِ

মাস। যখন উহা হজ্জেরই একটি মাস এবং এই মাসেই যখন রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)

الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ - فَاَىُّ شَكٍّ فِىْ يُمْنِهٖ وَاَىُّ كَلَامٍ - (١٣) فَمَا

কয়েকবারই ওমরাহ্ আদায় করিলেন, তখন উহার শুভ মাস হওয়া সম্পর্কে

اَشَدَّ شَنَاعَةَ مَنْ يَعْتَقِدُ فِيْهَا شُؤْمًا كَبَعْضِ مَنْ لَا خِبْرَةَ لَهٗ

আর কি সন্দেহ থাকিতে পারে? (১৩) সুতরাং যাহারা শরীঅতে অনভিজ্ঞ কতিপয় লোকের ন্যায় ইহাকে অশুভ বলিয়া মনে করে ইহা কতই না জঘন্য

بِالْاَحْكَامِ - (١٤) اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ - (١٥) وَاَذِّنْ

ধারণা ! (১৪) বিতাড়িত শয়তান হইতে আল্লাহ্ তা'আলার আশ্রয় প্রার্থনা করি।

فِى النَّاسِ بِالْحَجِّ يَاْتُوْكَ رِجَالًا وَّعَلٰى كُلِّ ضَامِرٍ يَّاْتِيْنَ

(১৫) (আল্লাহ্ পাক হযরত ইব্‌রাহীম [আঃ]-কে হুকুম দিলেন ঃ) হজ্জ ফরয হওয়া সম্পর্কে মানুষের কাছে ঘোষণা করিয়া দিন। (তাহা হইলে) দূরদূরান্তর

مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ ٥

হইতেও তাহারা পায়ে হাঁটিয়া এবং উষ্ট্রারোহণে (দলে দলে) আপনার ডাকে আগমন করিবে।

الخطبة الخمسون فى اعمال ذى الحجة

খোৎবা—৫০

যিলহজ্জ মাসের আমল সম্পর্কে

(যিলহজ্জের পূর্ব জুমুআয় পড়িবে)

(١) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَوْلَا لُطْفُهٗ مَا اهْتَدَيْنَا - (٢) وَلَوْلَا

(১) সকল তা'রীফ একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার উদ্দেশ্যেই, যাঁহার মেহেরবানী না হইলে কিছুতেই আমরা হেদায়ত প্রাপ্ত হইতাম না। (২) তাঁহার অনুগ্রহ

فَضْلُهٗ مَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا - وَلَا صُمْنَا وَلَا ضَحَّيْنَا - (٣) وَنَشْهَدُ

না থাকিলে, আমরা না ছদ্‌কা করিতে পারিতাম, না নামায, না রোযা, না

اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ - (٤) وَنَشْهَدُ اَنَّ

কোরবানী করিতে পারিতাম। (৩) আমরা সাক্ষ্য দিতেছি, আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নাই। তিনি একক, তাঁহার কোন শরীক নাই।

سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهُ الَّذِىْ اُنْزِلَتْ بِهٖ

(৪) আমরা আরও সাক্ষ্য দিতেছি যে, সাইয়্যেদেনা মাওলানা হযরত মুহম্মদ (দঃ)

اَلسَّكِيْنَةُ عَلَيْنَا - عَلَيْهِ اَنْفُسَنَا وَاَهْلِيْنَا فِدَيْنَا - (৫) وَلَوْلَاهُ

তাঁহারই বান্দা ও রাসূল,যাঁহার উছিলায় আমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হইয়াছে। তাঁহার প্রতি আমাদের প্রাণ ও পরিবার পরিজন সকলই কোরবান। (৫) তিনি

مَاعَرَفْنَا الْحَقَّ وَلَادَرَيْنَا - (৬) صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلٰى

না হইলে আমরা সত্যকে চিনিতাম না এবং উহা উপলব্ধিও করিতে পারিতাম না। (৬) আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁহার প্রতি তাঁহার পরিবার পরিজন

اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهِ الَّذِيْنَ شَهِدُوْا بَدْرًا وَّحُنَيْنًا - (৭) اَمَّا بَعْدُ

এবং যে সমস্ত ছাহাবায়ে কেরাম বদর ও হোনায়েনের যুদ্ধে শরীক হইয়াছিলেন,

فَقَدْ حَانَ ذُوالْحِجَّةِ الْحَرَامُ - شُرِعَتْ لَنَا فِيْهَا اَحْكَامٌ -

তাঁহাদের প্রতি রহমত বর্ষণ করুন। (৭) অতঃপর (শুনুন) মহাসম্মানিত যিলহজ্জ মাস নিকটবর্তী হইয়াছে। এই মাসে আমাদের উপর শরীঅতের

وَاَعْظَمُهَا التَّضْحِيَةُ مِنْ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ - (৮) وَسَنَذْكُرُ فِىْ

কতিপয় বিধান রহিয়াছে।(ক)তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বিধান হইল ; চতুষ্পদ জন্তু

خُطْبَةِ عَاشِرِ هٰذِهِ الْاَيَّامِ - وَمِنْهَا صِيَامُ الْعَشْرِ بِمَعْنَى التِّسْعِ

কোরবানী করা। (৮) এ সম্পর্কে দশই যিলহজ্জের (ঈদের) খোৎবায় বর্ণিত হইবে।(খ)যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিনের নবম তারিখ পর্যন্ত রোযা

وَالْقِيَامُ - وَكُلُّ عَمَلٍ مِّنْ شَرَائِعِ الْاِسْلَامِ - (৯) فَقَالَ سَيِّدُ

রাখা, রাত্রি জাগরণ করা এবং শরীঅতের অন্যান্য বিধানগুলি যথাযথ পালন করা ;

الْاَنَامِ - عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ - مَامِنْ اَيَّامٍ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ

(৯) এ সম্পর্কে মানব জাতির প্রধান রাসূলুল্লাহ্‌ (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন : আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিনের এবাদৎ অপেক্ষা

أَنْ يُتَعَبَّدَ لَهُ فِيهَا مِنْ عَشْرِ ذِى الْحِجَّةِ - يَعْدِلُ صِيَامُ كُلِّ يَوْمٍ

অধিক পছন্দনীয় আর কোন এবাদৎ নাই। উহার প্রতিটি দিনের রোযা

مِنْهَا بِصِيَامِ سَنَةٍ وَّ قِيَامُ كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ - (١٠) لَا سِيَّمَا

এক বৎসরের রোযার সমতুল্য, আর প্রত্যেক রাত্রির এবাদৎ শবেকদরের এবাদতের

صَوْمُ عَرَفَةَ الَّتِى قَالَ فِيهَا عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ

সমান। (১০) বিশেষ করিয়া আরাফাত দিবসের রোযা যাহার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন: আমি আল্লাহ্ পাকের দরবারে আশা

أَحْتَسِبُ عَلَى اللّٰهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِى قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِى

রাখি, আরাফাত দিবসে রোযা রাখিলে তিনি পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বৎসরের

بَعْدَهُ - وَمِنْهَا التَّكْبِيرُ دُبُرَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ - وَكَانَ

গোনাহ্‌সমূহ মা'ফ করিয়া দিবেন।(গ)ফরয নামাযের পর তাকবীর পাঠ করা:

عَبْدُ اللّٰهِ يُكَبِّرُ مِنْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ إِلَى صَلٰوةِ الْعَصْرِ

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে-মাস্‌উদ (রাঃ) আরাফাত দিবসের ফজরের ওয়াক্ত হইতে

مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ - يَقُولُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ

কোরবানী দিবসের আছর পর্যন্ত তাকবীর পাঠ করিতেন; বলিতেন: আল্লাহু

وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ - (١١) وَكَانَ عَلِىٌّ يُكَبِّرُ

আকবার, আল্লাহু আকবার লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার

بَعْدَ صَلٰوةِ الْفَجْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ إِلَى صَلٰوةِ الْعَصْرِ مِنْ اٰخِرِ اَيَّامِ

ওয়ালিল্লাহিল হামদ্। (১১) আর হযরত আলী (রাঃ) আরাফাত দিবসের ফজরের নামাযের পর হইতে আইয়ামে তাশ্‌রীকের শেষ দিবসের আছরপর্যন্ত তাকবীর

التَّشْرِيْقِ - وَيُكَبِّرُ بَعْدَ الْعَصْرِ - وَمِنْهَا اِحْيَاءُ لَيْلَةِ الْعِيْدِ -

পাঠ করিতেন। অর্থাৎ আছরের পর পর্যন্ত তাকবীর পাঠ করিতেন।(ঘ)ঈদের

وَمِنْهَا الصَّلٰوةُ وَالْخُطْبَةُ - (١٢) وَقَدْ سَبَقَا فِىْ خُطْبَةِ اٰخِرِ

রাত্রে জাগিয়া এবাদৎ করা।(ঙ)ঈদের নামায ও খোৎবাহ ঃ (১২) এ সম্পর্কে

رَمَضَانَ - وَنُكَرِّرُ اَوَائِلَهُمَا تَسْهِيْلًا عَلَى الْاِخْوَانِ - (١٣) وَهِىَ

রমযানের শেষ খোৎবায় বর্ণিত হইয়াছে। (তবুও) মুছল্লী ভাইদের সুবিধার্থে উক্ত হাদীসের প্রথমাংশ আবার বর্ণনা করিতেছি। (১৩) একটি হইল ঃ

مَنْ اَحْيٰى لَيْلَتَىِ الْعِيْدَيْنِ - اَلْحَدِيْثَ - (١٤) وَكَانَ عَلَيْهِ

যে ব্যক্তি ঈদুল ফেত্‌র ও ঈদুল আয্‌হার রাত্রি জাগরণ করিবে—হাদীসের শেষ

الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْاَضْحٰى - اَلْحَدِيْثَ -

পর্যন্ত। (১৪) অপরটি হইল ঃ রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) ঈদুল আয্‌হা দিবসে ঈদগাহে

(١٥) اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - (٦) وَالْفَجْرِ ۙ

যাইতেন—হাদীসের শেষ পর্যন্ত। (১৫) বিতাড়িত শয়তান হইতে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি। (১৬) (আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন ঃ)

وَلَيَالٍ عَشْرٍ ۙ وَّالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ۙ

ফজরের ওয়াক্তের শপথ! আর শপথ দশ রাত্রির এবং জোড় ও বেজোড় দিবসের।

এখানে জোড় দিবস বলিতে যিলহজ্জের দশ দিনের কথা বুঝান হইয়াছে এবং বেজোড় দিবস বলিতে আরাফাতের দিন বুঝান হইয়াছে।

خطبة عيد الفطر

খোৎবা—(৫১)

ঈদুল ফেত্‌রের খোৎবা

(১) اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ

(১) আল্লাহ্ অতি মহান, আল্লাহ্ অতি মহান, আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য

اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ - (২) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الْمُنْعِمِ الْمُحْسِنِ

কোন মা'বূদ নাই। আল্লাহ্ অতি মহান, আল্লাহ্ অতি মহান। (২) যাবতীয়

الدَّيَّانِ - ذِى الْفَضْلِ وَالْجُوْدِ وَالْاِحْسَانِ - ذِى الْكَرَمِ

প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার জন্য যিনি নেয়ামত প্রদানকারী, দয়ালু ও

وَالْمَغْفِرَةِ وَالْاِمْتِنَانِ - اللّٰهُ اكبر اللّٰهُ اكبر لا اله الا اللّٰهُ واللّٰهُ اكبر

প্রতিফল প্রদানকারী। তিনিই অনুগ্রহ, দান ও এহসানের অধিকারী। তিনিই

اللّٰهُ اكبر ولله الحمد - (৩) وَنَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ

দাতা, ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহ প্রদানকারী। (৩) আমরা সাক্ষ্য দিতেছি, মহান আল্লাহ্

لَا شَرِيْكَ لَهٗ - وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ

ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নাই। তিনি একক, তাঁহার কোন শরীক নাই। আমরা আরও সাক্ষ্য দিতেছি, আমাদের প্রিয় নবী সাইয়্যেদেনা হযরত মুহম্মদ (দঃ)

وَرَسُوْلُهُ الَّذِى اَرْسَلَ حِيْنَ شَاعَ الْكُفْرُ فِى الْبُلْدَانِ - (৪) صَلَّى اللّٰهُ

তাঁহারই বান্দা ও রাসূল, যাঁহাকে এমন সময় আল্লাহ্ পাক প্রেরণ করেন, যখন

عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ مَا لَمَعَ الْقَمَرَانِ وَتَعَاقَبَ الْمِلَوَانِ -

اللّٰهُ اكبر اللّٰهُ اكبر لا اله الا اللّٰهُ واللّٰهُ اكبر اللّٰهُ اكبر ولله الحمد -

কুফরে পৃথিবী ছাইয়া গিয়াছিল। (৪) আল্লাহ্ পাক তাঁহার উপর, তার পরিবারবর্গ

(৫) اَمَّا بَعْدُ فَاعْلَمُوْا اَنَّ يَوْمَكُمْ هٰذَا يَوْمُ عِيْدٍ لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ فِيْهِ

ও ছাহাবীদের উপর রহমত বর্ষণ করিতে থাকুন যতক্ষণ চন্দ্র-সূর্য ও রাত্রি-দিন চালু থাকে। (৫) অতঃপর (জানিয়া রাখুন) আজিকার এই দিনটি ঈদের দিন, এই

عَوَائِدُ الْاِحْسَانِ - وَرَجَاءُ نَيْلِ الدَّرَجَاتِ وَالْعَفْوِ وَالْغُفْرَانِ -

الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله و الله اكبر الله اكبر و لله الحمد -

দিনে আপনাদের প্রতি আল্লাহ্‌ তা'আলার অনুগ্রহ পুনঃ পুনঃ ফিরিয়া আসে

(৬) وَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ

এবং ইহাতে ফযীলত, ক্ষমা ও মার্জনার আশা রহিয়াছে। (৬) রাসূলুল্লাহ্‌ (দঃ)

عِيْدًا وَهٰذَا عِيْدُنَا - الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر

এরশাদ করিয়াছেন ঃ প্রত্যেক জাতির ঈদ আছে। আর ইহা হইল আমাদের

الله اكبر و لله الحمد - (৭) وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ঈদ। (৭) রাসূলুল্লাহ্‌ (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন ঃ যখন ঈদের দিন অর্থাৎ ঈদুল

فَاِذَا كَانَ يَوْمُ عِيْدِهِمْ يَعْنِىْ يَوْمَ فِطْرِهِمْ بَاهٰى بِهِمْ مَلٰئِكَتَهٗ فَقَالَ

ফেত্‌রের দিন আসে, তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা ফেরেশ্‌তাদের কাছে গৌরব করিয়া

يَا مَلَائِكَتِىْ مَا جَزَاءُ اَجِيْرٍ وَفّٰى عَمَلَهٗ - قَالُوْا رَبَّنَا جَزَاءُهٗ

বলেন ঃ হে আমার ফেরেশ্‌তাগণ! বলত, যে শ্রমিক তাহার কাজ পুরাপুরি সমাধা করে, তাহার বিনিময় কি? ফেরেশ্‌তাগণ জবাব দেন, খোদাওন্দ!

اَنْ يُوَفّٰى اَجْرُهٗ - قَالَ مَلَائِكَتِىْ عَبِيْدِىْ وَاِمَائِىْ قَضَوْا

তাহার বিনিময় এই যে, তাহাকে পুরাপুরি প্রতিফল দান করা। আল্লাহ্‌ পাক

فَرِيْضَتِىْ عَلَيْهِمْ ثُمَّ خَرَجُوْا يَعِجُّوْنَ اِلَى الدُّعَاءِ - وَعِزَّتِىْ

বলেন ঃ হে, আমার ফেরেশ্‌তাগণ! আমার বান্দা ও বাঁদীগণ তাহাদের প্রতি আমার নির্দেশিত ফরয আদায় করিয়াছে, অতঃপর তাহারা তকবীর উচ্চারণ

وَجَلَالِىْ وَكَرَمِىْ وَعُلُوِّىْ وَارْتِفَاعِ مَكَانِىْ لَاُجِيْبَنَّهُمْ -

করিতে করিতে দোঁআর জন্য বাহির হইয়াছে। আমার ইয্‌যত, মহিমা, বুযুর্গী, উচ্চ মর্যাদা ও উচ্চাসনের কসম, নিশ্চয় আমি তাহাদের দোঁআ কবূল করিব। অতঃপর

فَيَقُوْلُ ارْجِعُوْا قَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ وَبَدَّلْتُ سَيِّئَاتِكُمْ حَسَنَاتٍ -

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ যাও! তোমরা ফিরিয়া যাও! আমি তোমাদিগকে

قَالَ فَيَرْجِعُوْنَ مَغْفُوْرًا لَّهُمْ - اللهُ اكبر اللهُ اكبر لا اله الا الله

মা'ফ করিয়া দিলাম এবং তোমাদের গুণাহ্‌গুলিকেও নেকীতে পরিবর্তন করিলাম।

و الله اكبر اللهُ اكبر و لله الحمد - (৮) وَهٰذَا الَّذِىْ ذُكِرَ فِىْ ذٰلِكَ

রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলেন ঃ তাহারা তখন ক্ষমাপ্রাপ্ত হইয়া প্রত্যাগমন করে।

الْيَوْمِ كَانَ فَضْلَهٗ - وَاَمَّا اَحْكَامُهٗ مِنْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ وَالصَّلٰوةِ

(৮) এতক্ষণ যাহাকিছু বর্ণনা করা হইল, উহা ছিল এই দিবসের ফযীলত সম্পর্কীয়।

وَالْخُطْبَةِ قَدْ كَتَبْنَاهَا فِى الْخُطْبَةِ الَّتِىْ قَبْلَهٗ - (৯) نَعَمْ بَقِيَتِ

এই দিবস সম্পর্কে ছদ্‌কায়ে ফেত্‌র, ঈদের নামায ও খোৎবা সম্পর্কীয় আহকাম

الْمَسْئَلَتَانِ - فَنَذْكُرُهُمَا الْاٰنَ - اللهُ اكبر اللهُ اكبر لا اله الا الله

পূর্ব খোৎবায় উল্লেখ করিয়াছি। (৯) হাঁ, তবে দুইটি বিষয় বর্ণনা করিতে বাকী

و الله اكبر اللهُ اكبر و لله الحمد - (১০) اَلْاَوَّلُ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ

আছে। এখন উহা বর্ণনা করিতেছি। (১০) প্রথম—রাসূলে মকবূল (দঃ) এরশাদ

وَالسَّلَامُ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ اَتْبَعَهُ سِتًّا مِّنْ شَوَّالٍ كَانَ

করিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি রমযানের রোযা আদায় করার পর শাওয়াল মাসে ছয়টি

كَصِيَامِ الدَّهْرِ - (١١) اَلثَّانِيَةُ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

রোযা রাখে, সে যেন সারা বৎসর ব্যাপী রোযা রাখিল। (১১) দ্বিতীয়—রাসূলুল্লাহ্

يُكَبِّرُ بَيْنَ اَضْعَافِ الْخُطْبَةِ يُكْثِرُ التَّكْبِيْرَ فِىْ خُطْبَةِ الْعِيْدَيْنِ -

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ -

(দঃ) ঈদুল ফেত্‌র ও ঈদুল আয্‌হায় খোৎবা প্রদানকালে বহু বারই তাকবীর

(١٢) اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - (١٣) قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى ۝

পাঠ করিতেন। (১২) বিতাড়িত শয়তান হইতে আল্লাহ্ পাকের দরবারে আশ্রয় কামনা করি। (১৩) (আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন ঃ) যে ব্যক্তি পবিত্রতা

وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى ۝

লাভ করিয়াছে এবং আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করত নামায পড়িয়াছে সে-ই সফলকাম হইয়াছে।

(৬) মুত্তাফেক আলাইহে। (৭) বায়হাকী। (১০) মুসলেম। (১১) আইন, ইবনে-মাজা।

خطبة عيد الاضحى

খোৎবা—(৫২)

ঈদুল আয্‌হার খোৎবা

(١) اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ

(১) আল্লাহ্ মহান, আল্লাহ্ মহান, আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোন

اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ - (٢) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ جَعَلَ لِكُلِّ اُمَّةٍ

মা'বূদ নাই। আল্লাহ্ মহান, আল্লাহ্ মহান, সকল প্রশংসার অধিকার আল্লাহ্‌রই। (২) সর্ববিধ তা'রীফ মহান আল্লাহ্‌র নিমিত্ত, যিনি প্রত্যেক উম্মতের জন্য কোরবানী

مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ -
করা বিধিবদ্ধ করিয়াছেন যাহাতে তাহারা তাঁহারই প্রদত্ত চতুষ্পদ জন্তু আল্লাহ্‌র

وَعَلَّمَ التَّوْحِيْدَ وَاَمَرَ بِالْاِسْلَامِ - الله اكبر الله اكبر لا اله
নামে কোরবানী করিতে পারে। তিনি আমাদিগকে তাওহীদ শিক্ষা দিয়াছেন

الا الله و الله اكبر الله اكبر و لله الحمد - (৩) وَنَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ
এবং ইসলামের (আনুগত্যের) নির্দেশ দিয়াছেন। (৩) আমরা সাক্ষ্য প্রদান করি,

اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ - (৪) وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا
আল্লাহ্‌ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নাই। তিনি একক, তাঁহার কোন শরীক নাই। (৪) আমরা আরও সাক্ষ্য দিতেছি যে, আমাদের মহান

مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهُ الَّذِىْ هَدَانَا اِلٰى دَارِ السَّلَامِ -
الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله و الله اكبر الله اكبر و لله الحمد -
নবী ও সরদার হযরত মুহম্মদ (দঃ) তাঁহারই বান্দা ও রাসূল, যিনি আমাদিগকে

(৫) صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهِ الَّذِيْنَ قَامُوْا بِاِقَامَةِ
বেহেশ্‌তের পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। (৫) আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁহার উপর, তাঁহার পরিবারবর্গ ও ছাহাবীদের উপর অশেষ রহমত বর্ষণ করুন—যাঁহারা শরীঅতের

الاحكام - وبذلوا انفسهم و اموالهم فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ - فيالهم
বিধানসমূহ সুদৃঢ়রূপে কায়েম করিয়াছেন এবং আল্লাহ্‌র পথে নিজেদের জান

مِنْ كِرَامٍ - وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا - الله اكبر الله اكبر لا اله
ও মাল উৎসর্গ করিয়াছেন। আহা! কত বুযুর্গী তাঁহাদের! অজস্র ধারায়

الا الله و الله اكبر الله اكبر و لله الحمد - (৬) اَمَّا بَعْدُ فَاعْلَمُوْٓا
শান্তি বর্ষিত হউক তাঁহাদের উপর! (৬) অতঃপর (জানিয়া রাখুন,) অদ্যকার

اَنَّ يَوْمَكُمْ هٰذَا يَوْمُ عِيْدٍ شَرَعَ لَكُمْ فِيْهِ مَعَ اَعْمَالٍ اُخَرَ قَدْ سَبَقَتْ

এই দিনটি পবিত্র ঈদের দিন। এই দিনে আশারায়ে যিলহজ্জ অর্থাৎ,যিলহজ্জের

فِى الْخُطْبَةِ قَبْلَ هٰذَا الْعَشْرِ ذَبْحَ الْاُضْحِيَّةِ بِالْاِخْلَاصِ وَصِدْقِ

প্রথম দশ দিনের আমল সম্পর্কে পূর্ব খোৎবায় বর্ণিত বিষয়সমূহ ছাড়াও শরীঅতে পূর্ণ এখ্লাছ ও সদুদ্দেশ্যে কোরবানী করার বিধান আসিয়াছে।

النِّيَّةِ - وَبَيَّنَ نَبِيُّهُ وَصَفِيُّهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُجُوْبَهَا

আল্লাহ্র রাসূল ও তাঁহার খাঁটী দোস্ত হযরত মুহম্মদ (দঃ) উহা ওয়াজেব হওয়া

وَفَضَائِلَهَا - وَدَوَّنَ عُلَمَاءُ اُمَّتِهٖ مِنْ سُنَنِهٖ فِىْ كُتُبِ الْفِقْهِ

সম্পর্কে এবং উহার ফযীলত সম্পর্কে হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। আলেম সম্প্রদায়

مَسَائِلَهَا - الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر

তাঁহার হাদীস হইতে উহার মাসআলাসমূহ ফেকাহ্র কিতাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

و لله الحمد - (٩) فَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ مَا عَمِلَ ابْنُ اٰدَمَ

(৭) রাসূলে-খোদা (দঃ) ফরমাইয়াছেন: ঈদুল আয্হা দিবসে একমাত্র রক্ত

مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ اَحَبَّ اِلَى اللّٰهِ مِنْ اِهْرَاقِ الدَّمِ - وَاِنَّهٗ

প্রবাহিতকরণ (অর্থাৎ কোরবানী করা) ব্যতীত বনি-আদমের অন্য কোনও আ'মল

لَيَاْتِىْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ بِقُرُوْنِهَا وَاَشْعَارِهَا وَاَظْلَافِهَا - وَاِنَّ

আল্লাহ তা'আলার দরবারে অধিক পছন্দনীয় নয়। কিয়ামত দিবসে ঐ জীব,

الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللّٰهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ اَنْ يَّقَعَ بِالْاَرْضِ فَطِيْبُوْا بِهَا

উহার শিং, লোম এবং খুরসহ উপস্থিত হইবে। আর কোরবানীর রক্ত

نَفْسًا - الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله و الله اكبر الله اكبر

মাটিতে পতিত হইবার পূর্বেই আল্লাহ তা'আলার দরবারে বিশিষ্ট স্থান লাভ

و لله الحمد - (৮) وَقَالَ اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

করে। সুতরাং তোমরা কোরবানী করিয়া সন্তুষ্ট থাকিও। (৮) রাসূলুল্লাহ (দঃ)-এর

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا هٰذِهِ الْاَضَاحِيُّ قَالَ سُنَّةُ اَبِيْكُمْ اِبْرَاهِيْمَ

ছাহাবীগণ আরয করিলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ (দঃ)! এই কোরবানীর হাকীকত কি? রাসূলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইলেন : ইহা তোমাদের পিতা হযরত ইব্‌রাহীম

عَلَيْهِ السَّلَامُ - قَالُوْا فَمَا لَنَا فِيْهَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! قَالَ بِكُلِّ

(আঃ)-এর সুন্নত। ছাহাবায়ে কেরাম আরয করিলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ (দঃ)!

شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ - قَالُوْا فَالصُّوْفُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ - قَالَ بِكُلِّ شَعْرَةٍ

উহাতে আমাদের কি লাভ হইবে? হুযূর (দঃ) বলিলেন : ইহার প্রতিটি

লোমে নেকী রহিয়াছে। ছাহাবায়ে কেরাম আরয করিলেন : (ভেড়া ও দুম্বার)

مِّنَ الصُّوْفِ حَسَنَةٌ - الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله و الله اكبر

পশমের বেলায় কি? রাসূলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইলেন : উহারও প্রতিটি পশমে

الله اكبر و لله الحمد - (৯) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ مَنْ وَّجَدَ

নেকী রহিয়াছে। (৯) রাসূলুল্লাহ (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন : কোরবানীর সামর্থ্য

سَعَةً لِّاَنْ يُّضَحِّيَ فَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَحْضُرْ مُصَلَّانَا - الله اكبر الله اكبر

থাকা সত্ত্বেও যেব্যক্তি কোরবানী না করে, সে যেন আমাদের ঈদগাহে না আসে।

لا اله الا الله و الله اكبر الله اكبر و لله الحمد - (১০) وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ

(১০) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন : ঈদুল আয্‌হা

اَلْاَضَاحِيُّ يَوْمَانِ بَعْدَ يَوْمِ الْاَضْحٰى - وَعَنْ عَلِيٍّ مِثْلُهٗ - وَهٰذَا

দিবসের পর দুইদিন কোরবানী করা চলে। হযরত আলী (রাঃ) হইতেও অনুরূপ

بَعْضٌ مِّنَ الْفَضَائِلِ - وَتَعَلَّمُوْا مِنَ الْعُلَمَاءِ الْمَسَائِلَ - (১১) اَعُوْذُ

বর্ণিত আছে। এখানে কোরবানীর মাত্র কয়েকটি ফযীলত বর্ণিত হইল। উহার বিস্তারিত মাসআলা আপনারা আলেম ছাহেবানদের নিকট হইতে জানিয়া

بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - (১২) لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَاءُهَا

লইবেন। (১১) বিতাড়িত শয়তান হইতে আল্লাহ পাকের দরবারে আশ্রয় প্রার্থনা করি। (১২) (আল্লাহ পাক এরশাদ করেন ঃ) আল্লাহ তা'আলার দরবারে উহার

وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ كَذٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا

(কোরবানীকৃত পশুর) গোশ্‌ত কিংবা রক্ত কিছুই পৌঁছে না, কিন্তু শুধু তোমাদের তাক্‌ওয়া তাঁহার দরবারে পৌঁছিয়া থাকে। এইরূপে তিনি উহাদিগকে

اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِيْنَ ۝

(পশুসমূহকে) তোমাদের (অনুগত ও) বাধ্যগত করিয়া দিয়াছেন, যেন তোমরা আল্লাহ্‌র নির্দেশ অনুযায়ী তাঁহার বড়ত্ব বর্ণনা কর। আর (হে রাসূল ! আমার) নেক্‌কার বান্দাদিগকে সুসংবাদ প্রদান করুন।

خطبة الاستسقاء

খোৎবা— (৫৩)

এস্তেস্‌কা'র খোৎবা বা বৃষ্টি বর্ষণের দোআ

(১) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ قَالَ فِىْ كِتَابِهٖ وَهُوَ الَّذِىْ اَرْسَلَ

(১) সর্ববিধ প্রশংসা আল্লাহ্‌ তা'আলার নিমিত্ত, যিনি পবিত্র কোরআন

الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهٖ ج وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً

মজীদে এরশাদ করিয়াছেন ঃ "আর সেই আল্লাহ্, যিনি স্বীয় রহমতের (বৃষ্টির) অগ্রে সুসংবাদ স্বরূপ বায়ু প্রবাহিত করেন। আমি আকাশ হইতে পবিত্র

طَهُوْرًا ۝ لِنُحْيِىَ بِهٖ بَلْدَةً مَّيْتًا وَّنُسْقِيَهٗ مِمَّا خَلَقْنَا اَنْعَامًا

পানি বর্ষণ করিয়া উহা দ্বারা শুষ্ক ভূমিতে প্রাণ সঞ্চার করি এবং আমার

وَّاَنَاسِىَّ كَثِيْرًا ۝ (২) وَنَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ

সৃষ্ট পশু ও মানুষের তৃষ্ণা নিবারণ করি। (২) আমরা সাক্ষ্য প্রদান করি, মহান আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নাই। তিনি একক, তাঁর কোন

وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهُ الَّذِىْ كَانَ

শরীক নাই। আমরা আরও সাক্ষ্য প্রদান করি, আমাদের মহান নবী সাইয়্যেদেনা হযরত মুহম্মদ (দঃ) তাঁহারই বান্দা ও রাসূল, যাঁহার উসিলা

يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهٖ - (৩) صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ

দিয়া বৃষ্টি প্রার্থনা করা হইত। (৩) আল্লাহ্ পাক তাঁহার উপর, তাঁহার

الَّذِيْنَ وَصَلُوْا مِنَ الدِّيْنِ اِلٰى كُنْهِهٖ - وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا

পরিবারবর্গ এবং সকল ছাহাবীদের উপর যাঁহারা ধর্মের চরম হকীকত লাভ

(৪) اَمَّا بَعْدُ فَيَا اَيُّهَا الْمُسْلِمُوْنَ اِنَّكُمْ شَكَوْتُمْ جَدْبَ دِيَارِكُمْ

করিয়াছিলেন—অজস্র ধারায় রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন। (৪) অতঃপর, (শুনুন)

وَاسْتِبْطَاءَ الْمَطَرِ عَنْ اِبَّانِ زَمَانِهٖ عَنْكُمْ - وَقَدْ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ

মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দ! আপনারা অভিযোগ করিতেছেন যে, দেশে শুষ্কতা দেখা দিয়াছে এবং নির্ধারিত সময়ে পানি বর্ষণে বিলম্ব হইতেছে অথচ আল্লাহ্ তা'আলা

اَنْ تَدْعُوْهُ وَوَعَدَكُمْ اَنْ يَّسْتَجِيْبَ لَكُمْ - (৫) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ

আপনাদিগকে তাঁহার দরবারে দোআ করিবার নির্দেশ ছিয়াছেন এবং তিনি আপনাদের দোআ কবূলের ওয়াদা করিয়াছেন। (৫) সকল তা'রীফ বিশ্ব

الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ لَآ اِلٰهَ

নিয়ন্তা আল্লাহ্ তা'আলার নিমিত্ত, যিনি সর্ব করুণাময় ও দয়ার আধার। তিনি

اِلَّا اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ - (৬) اَللّٰهُمَّ اَنْتَ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ

বিচার দিনের মালিক। আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নাই। তিনি আপন ইচ্ছায় সব কিছুই করেন। (৬) খোদাওন্দ! আপনি আল্লাহ্! আপনি ব্যতীত

الْغَنِيُّ وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ - اَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ وَاجْعَلْ

অন্য কোন মা'বূদ নাই। আপনি বেনিয়াজ, আমরা আপনার মুখাপেক্ষী, আপনি

مَآ اَنْزَلْتَ لَنَا قُوَّةً وَّبَلَاغًا اِلٰى حِيْنٍ - (৭) اَللّٰهُمَّ اَسْقِنَا غَيْثًا

আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করুন এবং উহাকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত আমাদের শক্তি সামর্থ্যের উসিলা বানাইয়া দিন। (৭) আয় আল্লাহ্! আপনি আমাদের উপর

مُغِيْثًا مَّرِيْئًا مَّرِيْعًا نَّافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ عَاجِلًا غَيْرَ اٰجِلٍ - (৮) اَللّٰهُمَّ اسْقِ

প্রচুর তৃপ্তিদায়ক উর্বরতা প্রদানকারী, সুফল দায়ক ও ক্ষতিমুক্ত বৃষ্টি অনতি-

عِبَادَكَ وَبَهِيْمَتَكَ وَانْشُرْ رَحْمَتَكَ وَاَحْيِ بَلَدَكَ الْمَيِّتَ -

বিলম্বে বর্ষণ করুন। (৮) হে খোদা! আপনার বান্দা ও পশুসমূহকে তৃপ্ত করুন। আপনার রহ্মত বিস্তার করিয়া দিন এবং মৃত ভূমিকে সজীব করিয়া দিন।

(৯) اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُّغِيْثًا مَّرِيْعًا غَدَقًا مُّجَلِّلًا عَامًا طَبَقًا سَحًّا

(৯) হে আল্লাহ্! আমাদিগকে প্রচুর উর্বরতা প্রদানকারী গর্জিত, ব্যাপক, থরে

دَائِمًا - (١٠) اَللّٰهُمَّ اَسْقِنَا الْغَيْثَ وَلَا تَجْعَلْنَا مِنَ الْقَانِطِيْنَ -

থরে প্রবাহিত একাধারে বৃষ্টি বর্ষণ করুন। (১০) খোদাওন্দ! আপনি আমাদিগকে

اَللّٰهُمَّ اِنَّ بِالْعِبَادِ وَالْبِلَادِ وَالْبَهَائِمِ وَالْخَلْقِ مِنَ اللَّاوَاءِ

বৃষ্টি দান করুন! নিরাশ করিবেন না! আয় আল্লাহ্! আপনারই বান্দাগণ,

وَالْجَهْدِ وَالضَّنْكِ مَا لَا نَشْكُوْهُ اِلَّا اِلَيْكَ .(١١) اَللّٰهُمَّ اَنْبِتْ لَنَا

ভূপৃষ্ঠ, পশু ও সমগ্র সৃষ্টসমূহ এরূপ দুঃখ-কষ্ট ও অভাব অনটনে জর্জরিত। আপনি ব্যতীত আর কাহারও কাছে আমরা ফরিয়াদ করিতেছি না। (১১) বারে খোদা!

الزَّرْعَ وَاَدِرَّ لَنَا الضَّرْعَ- وَاَسْقِنَا مِنْ بَرَكَاتِ السَّمَاءِ وَاَنْبِتْ لَنَا

আপনি আমাদের কৃষিকে শস্য পূর্ণ এবং (গাভী বকরী ইত্যাদির) স্তনে দুধ বৃদ্ধি করিয়া দিন। আর আস্‌মানের বরকত দ্বারা আমাদের যমীন হইতে

مِنَ الْاَرْضِ - اَللّٰهُمَّ ارْفَعْ عَنَّا الْجَهْدَ وَالْجُوْعَ وَالْعُرْى وَاكْشِفْ

ফসল উৎপন্ন করিয়া আমাদিগকে পরিতৃপ্ত করুন। আয় আল্লাহ্! আপনি আমাদের উপর হইতে সকল কষ্ট, অনাহার, বস্ত্রের অভাব দূর করিয়া দিন

عَنَّا مِنَ الْبَلَاءِ مَا لَا يَكْشِفُهٗ غَيْرُكَ - (١٢) اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَغْفِرُكَ اِنَّكَ

এবং আমাদিগকে সকল বালা-মুছীবত হইতে মুক্ত করিয়া দিন, যাহা আপনি ব্যতীত আর কেহ দূর করিতে পারিবে না। (১২) খোদাওন্দ!

كُنْتَ غَفَّارًا - فَاَرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْنَا مِدْرَارًا - (١٣) وَحَوَّلَ

আমরা একমাত্র আপনার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করি, যেহেতু আপনি

عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ رِدَاءَهٗ وَهُوَ مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةِ - فَجَعَلَ

(১৩) রেওয়ায়েতে আছে, রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) কেবলামুখী হইয়া নিজ চাদরখানি উল্টাইয়া

الْاَيْمَنَ عَلَى الْاَيْسَرِ وَالْاَيْسَرَ عَلَى الْاَيْمَنِ وَظَهَرَ الرِّدَاءِ

পরিলেন। উহার ডান প্রান্ত বাম কাঁধে এবং বামের প্রান্ত ডান কাঁধে লইলেন।

لِبَطْنِهٖ وَبَطْنَهٗ لِظَهْرِهٖ - وَاَخَذَ فِى الدُّعَاءِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ

উহাতে চাদরের বাহিরের দিক ভিতরে আসিল এবং ভিতরের দিক বাহিরে চলিয়া গেল। অতঃপর তিনি কেব্‌লামুখী অবস্থাতেই দোআ আরম্ভ করিলেন। লোকগণ

وَالنَّاسُ كَذٰلِكَ - (١٤) اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ -

অনুরূপভাবে দোআয় মশ্‌গুল হইল। (১৪) বিতাড়িত শয়তান হইতে আল্লাহ্‌

(١٥) وَهُوَ الَّذِىْ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوْا وَيَنْشُرُ

তা'আলার দরবারে আশ্রয় কামনা করি। (১৫) (আল্লাহ্‌ পাক এরশাদ করেন :) আর সেই আল্লাহ্‌, যিনি মানুষের শত নিরাশার পরেও বৃষ্টি বর্ষণ করেন ও তাঁহার

رَحْمَتَهٗ ط وَهُوَ الْوَلِىُّ الْحَمِيْدُ ٥

রহমতের বারিধারা বিস্তার করিয়া দেন। তিনি একমাত্র প্রশংসিত কার্যকারক।

الخطبة الاخيرة - لجميع خطب الرسالة

ছানী খোৎবা—৫৪

(ইহাই প্রত্যেক খোৎবার দ্বিতীয় [শেষ] খোৎবা)

(١) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ اَسْتَعِيْنُهٗ وَاَسْتَغْفِرُهٗ - (٢) وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ

(১) সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ্‌ তা'আলার, আমি তাঁহারই দরবারে সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি এবং তাঁহারই কাছে ক্ষমা চাহিতেছি। (২) আর

مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا - (٣) مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ - (٤) وَمَنْ

আমরা আমাদের নফসের কুচক্র হইতে আল্লাহ্‌ তা'আলার আশ্রয় কামনা করিতেছি। (৩) আল্লাহ্‌ পাক যাহাকে হেদায়াত করেন তাহাকে কেহ পথভ্রষ্ট

يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ - (٥) وَأَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ

করিতে পারে না। (৪) আল্লাহ্ তা'আলা যাহাকে সুপথ না দেখান তাহাকে কেহ হেদায়ত করিতে পারে না। (৫) আমি সাক্ষ্য দিতেছি, আল্লাহ্ ব্যতীত

لَا شَرِيْكَ لَهُ - (٦) وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ -

অন্য কোন মা'বূদ নাই। তিনি একক,তাঁহার কোন শরীক নাই। (৬) আমি

(٧) أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ -

আরও সাক্ষ্য দিতেছি, হযরত মুহম্মদ (দঃ) তাঁহারই বান্দা ও রাসূল। (৭) আল্লাহ্ পাক তাঁহাকে আসন্ন ক্বিয়ামতের পূর্বে সত্য ধর্ম সহকারে সুসংবাদ-দাতা ও

(٨) مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَّعْصِهِمَا فَإِنَّهُ

ভীতিপ্রদর্শকরূপে প্রেরণ করিয়াছেন। (৮) যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলকে মান্য করিবে সে-ই হেদায়ত প্রাপ্ত হইবে। আর যে ব্যক্তি তাঁহাদের

لَا يَضُرُّ إِلَّا نَفْسَهُ - وَلَا يَضُرُّ اللّٰهَ شَيْئًا - (٩) أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ

নাফরমানী করিবে,সে শুধু নিজেরই ক্ষতি করিবে। আল্লাহ্‌র কোনও ক্ষতি হইবে না।

الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - (١٠) إِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى

(৯) বিতাড়িত শয়তান হইতে আল্লাহ্ পাকের পানাহ্ চাহিতেছি। (১০) (তিনি এরশাদ করেন ঃ) নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁহার ফেরেশ্‌তাগণ হযরত

النَّبِيِّ ط يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا -

মুহম্মদ (দঃ)-এর প্রতি (যথাক্রমে) রহ্‌মত বর্ষণ ও রহ্‌মত প্রার্থনা করেন। হে ঈমান-

(١١) اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ - وَصَلِّ عَلَى

দারগণ ! তোমরাও তাঁর প্রতি দুরূদ ও অসংখ্য সালাম পাঠ কর। (১১) আয় আল্লাহ্ ! আপনি আপনার বন্দা ও রসূল হযরত মুহম্মদ (দঃ)-এর উপর রহ্‌মত বর্ষণ

الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَبَارِكْ

করুন এবং সমস্ত মু'মিন মুসলমান নরনারীর প্রতি রহমত বর্ষণ করুন। আর

عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّتِهٖ - (١٢) قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ

হযরত মুহম্মদ (দঃ)কে এবং তাঁ'র সহধর্মিণী ও সন্তান-সন্ততিদিগকে বরকত দান করুন। (১২) নবীয়ে দোজাহান (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন ঃ আমার উম্মতের মধ্যে

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرْحَمُ اُمَّتِىْ بِاُمَّتِىْ اَبُوْبَكْرٍ - وَاَشَدُّهُمْ فِىْ

সর্বাধিক কোমলমতি আবুবকর (রাঃ) এবং আল্লাহ্‌র বিধান মানিয়া চলার ব্যাপারে

اَمْرِ اللّٰهِ عُمَرُ - وَاَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عُثْمَانُ - وَاَقْضَاهُمْ عَلِىٌّ -

ওমর সর্বাধিক দৃঢ়, ওসমান তাঁহাদের মধ্যে সর্বাধিক খাঁটি লাজুক এবং আলী

وَفَاطِمَةُ سَيِّدَةُ نِسَاءِ اَهْلِ الْجَنَّةِ - وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ

শ্রেষ্ঠ বিচারক। ফাতেমা বেহেশ্‌তী নারীদের সরদার ও হাসান হুসাইন বেহেশ্‌তী

سَيِّدَا شَبَابِ اَهْلِ الْجَنَّةِ - وَحَمْزَةُ اَسَدُ اللّٰهِ وَاَسَدُ رَسُوْلِهٖ -

যুবকদের সরদার। আর হামযাহ আল্লাহ্‌র বাঘ ও তাঁহার রাসূলের বাঘ।

(١٣) اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْعَبَّاسِ وَوَلَدِهٖ مَغْفِرَةً ظَاهِرَةً وَّبَاطِنَةً

(১৩) আয় আল্লাহ্‌! আপনি (হযরত) আব্বাস (রাঃ) ও তাঁহার সন্তান-সন্ততিদিগকে

لَّا تُغَادِرُ ذَنْبًا - (١٤) اَللّٰهَ اَللّٰهَ فِىْ اَصْحَابِىْ لَا تَتَّخِذُوْهُمْ

যাহেরী-বাতেনী সর্বতোভাবে মা'ফ করুন। যেন একটি গুণাহ্‌ও বাদ না পড়ে। (১৪) সাবধান! সাবধান!! তোমরা আমার ছাহাবীদের সম্পর্কে খোদাকে ভয়

غَرَضًا مِّنْ بَعْدِىْ - فَمَنْ اَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّىْ اَحَبَّهُمْ وَمَنْ اَبْغَضَهُمْ

করিও। আমার পরে তোমরা তাঁহাদিগকে শত্রুতার লক্ষ্যস্থল বানাইও না। যে ব্যক্তি তাঁহাদিগকে ভালবাসিবে তাহা আমার প্রতি ভালবাসার দরুনই তাঁহাদের

فَيُبْغِضِىْ اَبْغَضَهُمْ - (১৫) وَخَيْرُ اُمَّتِىْ قَرْنِىْ ثُمَّ الَّذِيْنَ

ভালবাসিবে এবং যে তাঁহাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করিবে সে আমার প্রতি বিদ্বেষ থাকার দরুন তাঁহাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করিবে। (১৫) আমার (এই

يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ - (১৬) وَالسُّلْطَانُ ظِلُّ اللّٰهِ

বর্তমান) সময়কার উম্মতগণই সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত। তৎপর তাঁহাদের পরবর্তী যামানার উম্মতগণ শ্রেষ্ঠ, তৎপর তাঁহাদের পরবর্তীকালের উম্মতগণ শ্রেষ্ঠ। (১৬)ন্যায়বিচারক

فِى الْاَرْضِ - مَنْ اَهَانَ سُلْطَانَ اللّٰهِ فِى الْاَرْضِ اَهَانَهُ اللّٰهُ -

রাষ্ট্রনায়ক পৃথিবীতে আল্লাহ্ তা'আলার ছায়াস্বরূপ। যে ব্যক্তি পৃথিবীতে আল্লাহ্র নিয়োজিত রাষ্ট্রনায়ককে অপমান করিবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে

(১৭) اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَاۤءِ ذِى

অপমানিত করিবেন। (১৭) নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক তোমাদিগকে

الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاۤءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ج

ন্যায় বিচার, এহ্সান ও আত্মীয়স্বজনদিগকে সাহায্য দানের নির্দেশ দিতেছেন এবং যাবতীয় অশ্লীল, অন্যায় ও অসৎ কাজ হইতে নিষেধ করিতেছেন।

يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ - (১৮) فَاذْكُرُوْنِىْ اَذْكُرْكُمْ

তিনি তোমাদিগকে নছীহত করিতেছেন, যেন তোমরা সদুপদেশ লাভ কর। (১৮) (আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন :) তোমরা আমাকে স্মরণ কর,

وَاشْكُرُوْا لِىْ وَلَا تَكْفُرُوْنِ ٥

আমিও তোমাদিগকে স্মরণ করিব। আর তোমরা আমার শোক্রগোযারী কর, না-শোক্রী করিও না।

تَمَّ كِتَابُ خُطُبَاتِ الْاَحْكَامِ لِجُمُعَاتِ الْعَامِ

خطبة النكاح

বিবাহের খোৎবা

(١) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنَعُوْذُ

(১) সকল প্রকার তা'রীফ আল্লাহ তা'আলার জন্য। আমরা তাঁহারই প্রশংসা করি, তাঁহার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি এবং তাঁহার দরবারেই ক্ষমা

بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ

চাহি। আর আমরা আমাদের প্রবৃত্তির কু-চক্র হইতে ও যাবতীয় মন্দ কাজের কুফল হইতে আল্লাহ তা'আলার দরবারে আশ্রয় প্রার্থনা করি।

فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهٗ - (٢) وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ

যাহাকে আল্লাহ পাক হেদায়ত করেন, তাহাকে কেহ গোমরাহ্ বা পথভ্রষ্ট করিতে পারে না। আর আল্লাহ তা'আলা যাহাকে সু-পথ না দেখান

اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ - (٣) يٰٓاَيُّهَا

তাহাকে কেহ হেদায়ত করিতে পারে না। (২) আমি সাক্ষ্য দিতেছি, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নাই, হযরত মোহাম্মদ (দঃ) তাঁহারই বান্দা ও

الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ

রাসূল। (৩) (আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন :) হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে যথাযথ ভয় করিয়া চল এবং তোমরা প্রকৃত মুসলমান না

مُّسْلِمُوْنَ ○ (٤) يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ

হইয়া মরিও না। (৪) হে লোকসকল! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয়

مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا

কর, যিনি তোমাদিগকে মাত্র এক ব্যক্তি (আদম) হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং

كَثِيْرًا وَّنِسَآءً ط (৫) وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ

উহা হইতে তাঁহার জোড়া (বিবি হাওয়াকে) সৃষ্টি করিয়া তাঁহাদের দ্বারা বহু নর ও নারী বিস্তার করিয়াছেন। (৫) আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর,

وَالْاَرْحَامَ ط (৬) اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ط (৭) يٰٓاَيُّهَا

যাঁহার উছিলা দিয়া একে অন্যের নিকট হইতে কাজ উদ্ধার কর এবং আত্মীয়তার হক সম্পর্কে ভয় কর। (৬) নিশ্চয়, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের প্রতি সজাগ

الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ۙ يُّصْلِحْ

দ্রষ্টা। (৭) হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং সঠিক কথা

لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ط (৮) وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ

বলিও, তাহা হইলে তিনি তোমাদের যাবতীয় আ'মল সংশোধন করিয়া দিবেন এবং তোমাদের গুনাহ্সমূহ মা'ফ করিয়া দিবেন। (৮) আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্

فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا ۝

ও তাঁহার রাসূলের অনুকরণ করিবে, নিঃসন্দেহে সে বিরাট সফলতা লাভ করিবে।

دعاء العقيقة

আকীকার দো'আ

(১) اَللّٰهُمَّ هٰذِهٖ عَقِيْقَةُ فُلَانٍ (اس جگہ بچہ کا نام لے) دَمُهَا

(১) হে আল্লাহ! ইহা অমুকের (এই স্থলে ছেলে কন্যার নাম উল্লেখ

بِدَمِهٖ وَلَحْمُهَا بِلَحْمِهٖ وَعَظْمُهَا بِعَظْمِهٖ وَجِلْدُهَا بِجِلْدِهٖ وَشَعْرُهَا

করিবে) আকীকা। উহার রক্ত তাহার রক্তের পরিবর্তে, উহার গোশ্ত তাহার

بِشَعْرِهٖ (اور اگر لڑکی ہے تو) بِدَمِهَا اور بِلَحْمِهَا اور بِعَظْمِهَا اور

গোশ্তের বদলে, হাড় হাড়ের বদলে, চামড়া চামড়ার বদলে ও চুল উহার

بِجِلْدِهَا اور بِشَعْرِهَا (کہے)- (۲) اِنِّیْ وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِیْ

চুলের বদলে। (২) আমি সেই মহান আল্লাহ তা'আলার দিকে সরল চিত্ত

فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِیْفًا وَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِیْنَ ۝ (۳) اِنَّ

মুখ করিলাম যিনি আসমান ও জমীন সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আমি মোশরেক

صَلٰوتِیْ وَنُسُكِیْ وَمَحْیَایَ وَمَمَاتِیْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۝

শ্রেণীর দলভুক্ত নহি। (৩) নিশ্চয়, আমার নামায, কোরবানী, জীবন ও মরণ

(۴) لَا شَرِیْكَ لَهٗ ۚ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِیْنَ ۝

সব কিছু আল্লাহ্র জন্য যিনি সারাজাহানের প্রতিপালক। (৪) তাঁহার কোন শরীক নাই এবং আমি ইহারই আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি এবং আমি সর্বপ্রথম

(۵) اَللّٰهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ پھر بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ کہکر ذبح کرے۔

মুসলমান। (৫) আয় আল্লাহ! ইহা তোমা হইতেই লাভ করিয়াছি আবার তোমার জন্যই উহা যবাহ করিলাম। অতঃপর 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার' বলিয়া যবাহ করিবে।

আরবী দোআয় فلان স্থলে শিশুর নাম উচ্চারণ করিবে। কন্যা-শিশু হইলে بدمه স্থলে بدمها, بلحمه স্থলে بلحمها, بعظمه স্থলে بعظمها, بجلده স্থলে بجلدها এবং بشعره স্থলে بشعرها বলিবে।

—খোৎবাতুল আহ্কাম সমাপ্ত—

كتاب خطبة الاحكام مع متعلقات ختم شد

পরিশিষ্ট খোৎবা—৫৫

জুমুআর পয়লা খোৎবা

(হযরত মাওলানা শাহ্ ওলিউল্লাহ্ মুহাদ্দেসে দেহ্লবী [রঃ] সংকলিত)

(১) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَ الْاِنْسَانَ وَقَدْ اَتٰى عَلَيْهِ

(১) সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার যিনি মানবজাতিকে সৃষ্টি করিয়াছেন

حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُوْرًا - (২) فَسَوّٰهُ وَعَدَلَهُ

এবং মানুষের অবস্থা হইতেছে এই যে, সে এমন একটি যুগও অতিক্রম করিয়াছে যখন সে কোন উল্লেখযোগ্য বস্তুও ছিল না। (২) অতঃপর তাহাকে

وَعَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيْلًا وَجَعَلَهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا - (৩) ثُمَّ

পরিমিত করিয়াছেন, যথাযথভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন, অনেক সৃষ্ট জীবের উপরে মর্যাদা দান করিয়াছেন এবং তাহাকে শ্রবণ, দর্শন শক্তির অধিকারী করিয়াছেন।

هَدَاهُ السَّبِيْلَ وَنَصَبَ لَهُ الدَّلِيْلَ اِمَّا شَاكِرًا وَّاِمَّا كَفُوْرًا -

(৩) অতঃপর তাহাকে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন এবং সে শোক্র গোযার (মুমিন) হউক বা না-শোক্র (কাফের)ই হউক, তাহার জন্য দলীল মওজুদ রাখিয়াছেন।

(৪) اَمَّا الْكَافِرُوْنَ فَاَعْتَدَّ لَهُمْ سَلَاسِلَ وَاَغْلَالًا وَّسَعِيْرًا -

(৪) অতএব, কাফেরদের জন্য তিনি জিঞ্জির, গলার তওক ও দোযখের প্রজ্জলিত

(৫) يُعَذَّبُوْنَ بِاَصْنَافِ الْعَذَابِ يُنَادُوْنَ وَيْلًا وَّيَدْعُوْنَ

অগ্নি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। (৫) তাহাদের নানা ধরনের এমন আযাব দেওয়া হইবে যে, তাহারা আর্তনাদ করিয়া ধ্বংস কামনা করিবে এবং মৃত্যুকে

ثُبُوْرًا - (৬) وَاَمَّا الشَّاكِرُوْنَ فَنَعَّمَهُمْ وَكَرَّمَهُمْ وَلَقَّاهُمْ

আহ্বান করিবে। (৬) আর শোক্র গোযার বান্দাদেরে নেয়ামত দান করিবেন,

نَضْرَةً وَّسُرُوْرًا - (৭) اِنَّ هٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَّكَانَ سَعْيُكُمْ

তাহাদেরে সম্মানিত করিবেন এবং প্রসন্নতা ও আনন্দ দান করিবেন। (৭) নিশ্চয়ই

مَّشْكُوْرًا - (৮) فَسُبْحَانَ مَنْ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ لَّمْ يَزَلْ

ইহা তোমাদের কাজের প্রতিফল এবং তোমাদের দ্বীনি প্রচেষ্টাসমূহ সমাদৃত। (৮) তিনিই পবিত্র, যাঁহার হাতে প্রত্যেক জিনিসের আধিপত্য রহিয়াছে।

وَلَا يَزَالُ عَلِيْمًا قَدِيْرًا - (৯) وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ

তিনি অনাদিকাল হইতে আছেন এবং অনন্তকাল পর্যন্ত থাকিবেন। তিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান। (৯) আমরা সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন

لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ - (১০) بَعَثَهٗ

মা'বূদ নাই তিনি একক ও অদ্বিতীয়। আমরা আরও সাক্ষ্য দিতেছি যে, হযরত

بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ لِيَكُوْنَ لِلْعَالَمِيْنَ نَذِيْرًا - (১১) وَاٰتَاهُ

মুহম্মদ (দঃ) তাঁহার বান্দা ও রাসূল। (১০) কিয়ামতের নিকটবর্তী যুগে আল্লাহ তাঁহাকে বিশ্ববাসীর জন্য ভয় প্রদর্শনকারীরূপে প্রেরণ করিয়াছেন।

جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَمَنَابِعَ الْحِكَمِ وَوَعَدَهٗ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا وَّجَعَلَهٗ

(১১) এবং তিনি (আল্লাহ্) তাঁহাকে ব্যাপক অর্থবহ বাণী ও হেকমত বা সুষ্ঠু জ্ঞানের উৎস দান করিয়াছেন। আর তিনি তাঁহাকে মকামে মাহমূদ

سِرَاجًا مُّنِيْرًا - (১২) اَمَّا بَعْدُ فَاِنِّيْ اُوْصِيْكُمْ وَنَفْسِيْ اَوَّلًا

(প্রশংসিত আসন, যেখানে দাঁড়াইয়া নবী [দঃ] আল্লাহ্‌র সমীপে শাফাআৎ বা সুফারিশ করিবেন।) দান করিয়াছেন এবং তাঁহাকে উজ্জ্বল প্রদীপ সদৃশ

بِتَقْوَى اللّٰهِ وَاُحَذِّرُكُمْ يَوْمًا عَبُوْسًا قَمْطَرِيْرًا -

করিয়াছেন। (১২) অতঃপর (শুনুন) আমি সর্বপ্রথম আপনাদেরে ও আমার নিজ আত্মাকে খোদাভীতি অবলম্বনের ওছীয়ত করিতেছি এবং কিয়ামত ও মহা

(১৩) يَوْمَ تُبْلَى كُلُّ نَفْسٍ وَّلَا تُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا

সংকটের দিবসের ভয় প্রদর্শন করিতেছি। (১৩) যে দিন প্রত্যেকের পরীক্ষা নেওয়া হইবে এবং কাহারও কোন সোপারিশ বা মুক্তিপণ গৃহীত হইবে না,

عَدْلٌ وَّلَا تَجِدُ نَصِيْرًا - (১৪) يَوْمَئِذٍ يَنْدَمُ الْاِنْسَانُ وَلَا يَنْفَعُهُ

আর কেহ কোন সাহায্যকারীও পাইবে না। (১৪) সেইদিন মানুষ (তাহার

النَّدَمُ وَيَطْلُبُ الْعَوْدَ اِلَى الدُّنْيَا وَهَيْهَاتَ اَنْ يَعُوْدَ

কৃতকর্মের জন্য) লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইবে, কিন্তু তাহার এই লজ্জা বা অনুতাপ কোনই কাজে আসিবে না এবং সে দুনিয়ায় প্রত্যাবর্তন করিতে

وَيُخْرَجُ لَهُ كِتَابٌ يَّلْقَاهُ مَنْشُوْرًا - (১৫) يَا ابْنَ اٰدَمَ

চাহিবে, কিন্তু কোথায় সে প্রত্যাবর্তন! আর সেইদিন তাহার আ'মলনামা বাহির করিয়া দেওয়া হইবে, সে উহা তাহার সম্মুখে খোলা পাইবে। (১৫) হে

مَنْ اَصْبَحَ عَلَى الدُّنْيَا حَزِيْنًا لَّمْ يَزْدَدْ مِنَ اللّٰهِ اِلَّا بُعْدًا

আদম-সন্তান! যে দুনিয়ার চিন্তায় ব্যস্ত হইয়া পড়ে সে আল্লাহ্‌র নিকট

وَّفِي الدُّنْيَا اِلَّا كَدًّا وَّفِي الْاٰخِرَةِ اِلَّا جَهْدًا وَّلَمْ يَزَلْ مَمْقُوْتًا

হইতে দূরত্ব, দুনিয়ার দুঃখ-কষ্ট ও আখেরাতের বিপদই বৃদ্ধি করে এবং সে

مَهْجُوْرًا - (১৬) يَا ابْنَ اٰدَمَ تُرْزَقُ بِالرِّزْقِ فَاِنَّ الرِّزْقَ

সর্বদাই আল্লাহ্‌র গযবে নিপতিত ও তাঁহার কৃপাদৃষ্টি হইতে বিদূরীত থাকে। (১৬) হে আদম-সন্তান! তোমার জন্য বিশিষ্ট রিয্‌ক তোমাকে দেওয়া

مَقْسُوْمٌ وَالْحَرِيْصُ مَحْرُوْمٌ وَّالْاِسْتِقْصَاءُ شُوْمٌ - (১৭) وَّالْاَجَلُ

হইবেই। কেননা রিয্‌ক বন্টিত হইয়া রহিয়াছে। লোভীজন বঞ্চিত, ও সর্ব-গ্রাসের চেষ্টা কুলক্ষণ। (১৭) মৃত্যু মোহরাংকিত (সুনির্দিষ্ট) এবং সেই ব্যক্তি

مَكْتُومٌ وَقَدْ فَازَ مَنْ لَمْ يَحْمِلْ مِنَ الظُّلْمِ نَقِيرًا - (١٨) يَا ابْنَ

সাফল্যমণ্ডিত যে, সামান্যতম অত্যাচার হইতেও বিরত থাকিল। (১৮) হে আদম

اٰدَمَ خَيْرُ الْحِكْمَةِ خَشْيَةُ اللّٰهِ وَخَيْرُ الْغِنٰى غِنَى الْقَلْبِ وَخَيْرُ

সন্তান! আল্লাহ্‌র প্রতি ভয় পোষণ করাই সর্বোত্তম হেকমত, অন্তরের

الزَّادِ التَّقْوٰى - (١٩) وَخَيْرُ مَا أُعْطِيتُمُ الْعَافِيَةُ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا -

প্রাচুর্যই সর্বোত্তম প্রাচুর্য এবং 'তাকওয়া' বা খোদাভীতিই সর্বোত্তম পাথেয়। (১৯) তোমাদেরে প্রদত্ত সমস্ত নেয়ামতের মধ্যে স্বাস্থ্যই আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠ দান।

(٢٠) وَخَيْرُ الْكَلَامِ كَلَامُ اللّٰهِ وَاَحْسَنُ الْهَدْىِ هَدْىُ مُحَمَّدٍ

তোমার প্রভু সর্বশক্তিমান। (২০) আল্লাহ্‌র বাণীই (কালামই) সর্বোত্তম বাণী,

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْاُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا -

হযরত মুহম্মদ মোস্তফা (দঃ)-এর হেদায়ত (আদর্শ) সর্বোত্তম হেদায়ত এবং

(٢١) لَا اِيْمَانَ لِمَنْ لَّا اَمَانَةَ لَهٗ وَلَا دِيْنَ لِمَنْ لَّا عَهْدَ لَهٗ

বেদ'আত বা ধর্মীয় ব্যাপারে নব-আবিষ্কারই নিকৃষ্টতম কাজ। (২১) যাহার আমানত বা বিশ্বস্ততা নাই তাহার ঈমান নাই, যাহার ওয়াদা ঠিক নাই,

وَكَفٰى بِرَبِّكَ بِذُنُوْبِ عِبَادِهٖ خَبِيْرًا بَصِيْرًا - (٢٢) اَعُوْذُ

তাহার কোন ধর্ম নাই এবং বান্দাহ্‌র গোনাহ্‌ সম্পর্কে আল্লাহ্‌র অবগতি ও

بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - (٢٣) مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ

দর্শনই যথেষ্ট। (২২) বিতাড়িত শয়তান হইতে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় চাহিতেছি। (২৩) যাহারা দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী সুখ-সম্পদ কামনা করে, আমি

عَجَّلْنَا لَهٗ فِيْهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُّرِيْدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهٗ جَهَنَّمَ يَصْلٰهَا

তাহাদের মধ্যে যাহাকে যত ইচ্ছা ক্ষণস্থায়ীভাবে তাহাই দান করি, অতঃপর তাহাদের জন্য জাহান্নাম তৈয়ার করিয়া রাখিয়াছি; তাহারা অত্যন্ত নিন্দিত,

مَذْمُوْمًا مَّدْحُوْرًا - (২৪) وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ وَسَعٰى لَهَا

ঘৃণিত ও লাঞ্ছিতভাবে ইহাতে পতিত হইবে। (২৪) এবং যে আখেরাতের

سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَّشْكُوْرًا - (২৫) اَللّٰهُمَّ

সুখ কামনা করে এবং তজ্জন্য চেষ্টা তদবীর করে,আর সে মোমেন হয়, তবে এরকম লোকদের চেষ্টা-যত্নের কদর করা হইবে। (২৫) হে পরওয়ারদেগার!

اغْفِرْ ذُنُوْبَنَا وَامْحُ عُيُوْبَنَا وَادِّ دُيُوْنَنَا وَكُنْ لَّنَا مُعِيْنًا

আমাদের গোনাহ্রাশি মা'ফ করিয়া দিন, আমাদের দোষ-ত্রুটিগুলিকে মোচন করিয়া দিন এবং আপনি আমাদের ঋণসমূহ পরিশোধ করাইয়া দিন, আমাদের

وَّظَهِيْرًا - (২৬) وَاقْضِ حَاجَتَنَا وَاشْفِ عَاهَتَنَا وَاسْتُرْ

সাহায্যকারী ও পৃষ্ঠপোষক হইয়া যান। (২৬) আমাদের প্রয়োজনাদি পূর্ণ করিয়া দিন, আমাদের বিপদ-আপদ দূর করিয়া দিন, আমাদের লজ্জাকর ক্রিয়া-কলাপকে

عَوْرَتَنَا وَكَفٰى بِكَ مُجِيْبًا قَرِيْبًا عَلِيْمًا خَبِيْرًا -

গোপন করুন এবং আপনার দোঁআ কবুল করা, সান্নিধ্য, এ লম ও অবগতিই আমাদের জন্য যথেষ্ট।

(৫৬)

জুমুআর ছানী খোৎবা

(হযরত মাওলানা শাহ্ ওলিউল্লাহ্ মুহাদ্দিসে দেহলবী [রঃ] সংকলিত)

(১) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ

(১) সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্রই জন্য, আমরা তাঁহার গুণকীর্তন করি,

وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ

তাঁহারই কাছে সাহায্য ও ক্ষমা প্রার্থনা করি, আমরা তাঁহার উপর ঈমান রাখি ও তাওয়াক্কুল (নির্ভর) করি এবং আমরা আমাদের (নফসের) কুপ্রবৃত্তি

اَعْمَالِنَا - (২) مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا

কুকর্ম ও মন্দ কাজগুলি হইতে আল্লাহ্রই কাছে আশ্রয় ভিক্ষা করি। (২) আল্লাহ্ যাহাকে হেদায়ত করেন, তাহাকে কেহই গোমরাহ্ করিতে পারে না এবং

هَادِيَ لَهٗ - (৩) وَنَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ

আল্লাহ্ যাহাকে গোমরাহ্ করেন তাহাকে কেহই হেদায়ত করিতে পারে না। (৩) আমরা সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নাই, তিনি একক এবং

وَنَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ - (৪) اَرْسَلَهٗ بِالْحَقِّ

তাঁহার কোন শরীক নাই, আমরা আরও সাক্ষ্য দেই যে, হযরত মুহম্মদ (দঃ) তাঁহার বান্দা ও প্রেরিত রাসূল। (৪) আল্লাহ্ তাঁহাকে সত্যবাণী সাথে দিয়া (সৎকর্মে

بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا. صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ

বেহেশ্তের) সুসংবাদ দাতা ও (অসৎ কর্মে দোযখের) ভয় প্রদর্শনকারীরূপে প্রেরণ করিয়াছেন। আল্লাহ্ তাঁহার উপর এবং তাঁহার পরিবার পরিজন ও

وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا - (৫) اَمَّا بَعْدُ فَاِنِّيْٓ اُوْصِيْكُمْ

সাথী-সহচরদের উপর অসংখ্য ছালাত, সালাম ও বরকত বর্ষণ করুন।

بِتَقْوَى اللّٰهِ وَالْمُوَاظَبَةِ عَلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ - (৬) اَلَا خَيْرَ الْكَلَامِ

(৫) অতঃপর (হে শ্রোতৃবৃন্দ !)—আমি আপনাদেরে তাকওয়া বা খোদাভীতি ও সর্বদা আল্লাহ্র যিক্রে লিপ্ত থাকিবার ওছিয়ৎ করিতেছি। (৬) জানিয়া রাখিবেন,

كَلَامُ اللّٰهِ وَاَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ -

আল্লাহ্র বাণীই সর্বোত্তম বাণী এবং মুহম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহিছ্ছালাতু ওয়াস্

(৭) وَشَرَّ الْاُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثٍ بِدْعَةٌ وَّكُلُّ بِدْعَةٍ

সালামের হেদায়তই সর্বোত্তম হেদায়ত। (৭) ধর্মীয় ব্যাপারে নব আবিষ্কারই হইতেছে নিকৃষ্টতম কাজ। এ জাতীয় প্রত্যেকটি নব-আবিষ্কারই বেদ্আত এবং

ضَلَالَةٌ وَّكُلُّ ضَلَالَةٍ فِى النَّارِ - (৮) مَنْ اَطَاعَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ

বেদ্‌আত মাত্রই গোমরাহী এবং প্রত্যেক গোমরাহীর স্থানই দোযখ। (৮) যে ব্যক্তি

فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ غَوٰى - (৯) رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا

আল্লাহ্‌ ও রাসূলের এতা'আৎ বা আনুগত্য করে, সে নিশ্চয়ই সঠিক পথের সন্ধান পায়, আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ ও রাসূলের নাফরমানী করে সে পথভ্রষ্ট

وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِىْ قُلُوْبِنَا

হয়। (৯) হে আমাদের পরওয়ারদেগার! আমাদের এবং আমাদের পূর্বে আমাদের যে সমস্ত ভাইয়েরা ঈমানের সহিত দুনিয়া ত্যাগ করিয়াছেন তাঁহাদেরে

غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَآ اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ - (১০) اَللّٰهُمَّ

মা'ফ করিয়া দিন এবং আমাদের দিলে ঈমানদারগণের প্রতি বিদ্বেষ সৃষ্টি করিবেন না। প্রভু হে! নিঃসন্দেহে আপনি পরম দয়ালু ও মেহেরবান।

اَمْطِرْ شَآئِبَ رِضْوَانِكَ عَلَى السَّابِقِيْنَ الْاَوَّلِيْنَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ

(১০) হে পরওয়ারদেগার; প্রাথমিক যুগের মুহাজির ও আনছারবর্গের উপর

وَالْاَنْصَارِ - (১১) وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ خُصُوْصًا عَلَى

আপনার সন্তুষ্টির বারি বর্ষণ করুন। (১১) এবং যাঁহারা উত্তমরূপে তাঁহাদের

الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ اَبِىْ بَكْرِنِ الصِّدِّيْقِ صَاحِبِ رَسُوْلِ

অনুসরণ করিয়াছেন তাঁহাদের উপর—বিশেষ করিয়া হেদায়ত প্রাপ্ত খোলাফায়ে

اللّٰهِ فِى الْغَارِ رض - (১২) وَعُمَرَ الْفَارُوْقِ قَامِعِ اَسَاسِ الْكُفَّارِ

রাশেদীনের উপর তথা হযরত আবু বকর (রাঃ) যিনি গুহায় রাসূলুল্লাহ্‌ (দঃ)-এর সাথী ছিলেন এবং (১২) কাফেরদের মূলোৎপাটনকারী ওমর ফারুক

رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ - وَعُثْمَانَ ذِى النُّوْرَيْنِ كَامِلِ الْحَيَاءِ

রাযিআল্লাহু তা'আলা আনহুর উপর এবং পূর্ণ লজ্জাশীল ও গাম্ভীর্যের প্রতীক

وَالْوَقَارِ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ - (١٣) وَعَلِيِّ نِ الْمُرْتَضٰى

ওছমান যিন্নুরাইন রাযিআল্লাহু তা'আলা আনহুর উপর (১৩) ও প্রবল

اَسَدِ اللّٰهِ الْجَبَّارِ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ - (١٤) وَعَلٰى سَيِّدَىْ شَبَابِ

পরাক্রমশালী শেরে-খোদা আলী রাযিআল্লাহু আনহুর উপর। (১৪) এবং

اَهْلِ الْجَنَّةِ الْاِمَامَيْنِ الْهُمَامَيْنِ - اَبِىْ مُحَمَّدِ نِ الْحَسَنِ وَاَبِىْ

জান্নাতবাসী যুবকদের সরদার বীর ঈমামদ্বয় আবু মুহম্মদ হাসান এবং আবু

عَبْدِ اللّٰهِ الْحُسَيْنِ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا - (١٥) وَعَلٰى اُمِّهِمَا

আবদুল্লাহ্ হোসায়েন (রাঃ)-এর উপর। (১৫) এবং তাঁহাদের মাতা

سَيِّدَةِ النِّسَاءِ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا -

বেহেশ্‌তী নারীদের সরদার হযরত ফাতেমা যাহ্‌রা রাযিয়াল্লাহু আনহার উপর।

(١٦) وَعَلٰى عَمَّيْهِ الْمُكَرَّمَيْنِ بَيْنَ النَّاسِ اَبِىْ عُمَارَةَ الْحَمْزَةِ

(১৬) এবং সাধারণ্যে সম্মানিত তাঁহার (রাসূলুল্লাহ্‌র) চাচাদ্বয় আবু উমারাহ্

وَاَبِى الْفَضْلِ الْعَبَّاسِ رض اُولٰئِكَ حِزْبُ اللّٰهِ ج اَلَآ اِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ

হাম্‌যা ও আবুল ফযল আব্বাস (রাঃ)-এর উপর, ইঁহারা হইতেছেন আল্লাহ্‌র

هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ - (١٧) اَللّٰهُمَّ اَيِّدِ الْاِسْلَامَ وَاَنْصَارَهٗ وَاَذِلَّ

জমাআত; জানিয়া রাখুন, আল্লাহ্‌র জমাআতই সাফল্যমণ্ডিত। (১৭) হে খোদা!

الشِّرْكَ وَاَشْرَارَهٗ - (١٨) اَللّٰهُمَّ وَفِّقْنَا لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى

আপনি ইসলাম ও ইসলামের সাহায্যকারীদেরে সাহায্য করুন এবং শির্‌ক ও উহার (পৃষ্ঠপোষক) দুষ্কৃতিকারীদেরে লাঞ্ছিত করুন। (১৮) হে পরওয়ারদেগার!

وَاجْعَلْ اٰخِرَتَنَا خَيْرًا مِّنَ الْاُوْلٰى - (١٩) اَللّٰهُمَّ انْصُرْ مَنْ

আমাদেরে আপনার পছন্দনীয় ও সন্তুষ্টির কাজ করিবার তওফীক দিন এবং আমাদের পরিণামকে পার্থিব জীবন হইতে উত্তম করিয়া দিন। (১৯) হে প্রভু!

نَّصَرَ دِيْنَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاجْعَلْنَا مِنْهُمْ وَاخْذُلْ

দ্বীনে মুহম্মদীর সাহায্যকারীদেরে আপনি সাহায্য করুন এবং আমাদেরে

مَنْ خَذَلَ دِيْنَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَجْعَلْنَا مِنْهُمْ -

সেই দলের অন্তর্ভুক্ত করুন এবং দ্বীনে মুহম্মদীর বিড়ম্বনাকারীদেরে আপনি লাঞ্ছিত ও অপদস্ত করুন এবং আমাদেরে সেই দলের অন্তর্ভুক্ত করিবেন না।

(٢٠) عِبَادَ اللّٰهِ رَحِمَكُمُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ

(২০) হে আল্লাহ্র বান্দাগণ! আল্লাহ্ আপনাদের উপর রহম (কৃপা) করুন,

وَاِيْتَاءِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ط

নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ আপনাদেরে ন্যায়, পরোপকার ও আত্মীয়-স্বজনকে দান-খয়রাত করার এবং অশ্লীল ও গর্হিত কর্ম ও সীমা অতিক্রম করা হইতে বিরত থাকার

يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ (٢١) اُذْكُرُوا اللّٰهَ الْعَلِيَّ الْعَظِيْمَ يَذْكُرْكُمْ

আদেশ দেন; তিনি আপনাদিগকে নছীহত করেন যেন আপনারা উপদেশ মত চলেন। (২১) আপনারা আল্লাহ্ তা'আলার যিক্র করুন, আল্লাহ্ আপনাদেরে

وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ تَعَالٰى اَعْلٰى وَاَوْلٰى وَاَعَزُّ

স্মরণ করিবেন এবং আপনারা তাঁহার কাছে দো'আ করুন, আল্লাহ্ আপনাদের দো'আ কবূল করিবেন। নিঃসন্দেহে, আল্লাহ্ তা'আলার যিক্রই সর্বোচ্চ, সর্বোত্তম

وَاَجَلُّ وَاَتَمُّ وَاَهَمُّ وَاَعْظَمُ وَاَكْبَرُ -

অধিকতর সম্মানিত, সমধিক মর্যাদাবান, সর্বাধিক কামেল, সমধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং সকলের চাইতে মহান্ ও বড়।

খোৎবা—৫৭

জুমুআর পয়লা খোৎবা

(হযরত মওলানা শাহ ইসমাঈল শহীদ [রঃ] সংকলিত)

(১) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلِيِّ الذَّاتِ عَظِيْمِ الصِّفَاتِ سَمِيِّ السِّمَاتِ

(১) সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্‌র জন্য যাঁহার সত্বা সকলের ঊর্ধ্বে,

كَبِيْرِ الشَّانِ - جَلِيْلِ الْقَدْرِ رَفِيْعِ الذِّكْرِ مُطَاعِ الْاَمْرِ جَلِيِّ

যাঁহার গুণ মহত্তম এবং যিনি মহিমাময়, যিনি অধিকতর শান ও সম্মানের অধিকারী; যাঁহার যিক্‌র সবচেয়ে বড় ও আদেশ অবশ্য পালনীয়। যাঁহার

الْبُرْهَانِ - فَخِيْمِ الْاِسْمِ عَزِيْزِ الْعِلْمِ وَسِيْعِ الْحِلْمِ كَثِيْرِ الْغُفْرَانِ -

দলিল-প্রমাণ স্পষ্ট, নাম সবচেয়ে বড়, এল্‌ম সর্বজয়ী, হিল্‌ম (সহনশীলতা) ব্যাপক এবং যিনি অতি ক্ষমাশীল।

(২) جَمِيْلِ الثَّنَاءِ جَزِيْلِ الْعَطَاءِ مُجِيْبِ الدُّعَاءِ عَمِيْمِ الْاِحْسَانِ -

(২) সুন্দরতম প্রশংসার অধিকারী; সবচেয়ে বড় দাতা, দোআ কবূলকারী ও অসীম অনুগ্রহশীল,

سَرِيْعِ الْحِسَابِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ اَلِيْمِ الْعَذَابِ عَزِيْزِ السُّلْطَانِ -

দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী, কঠিন শাস্তি দাতা, কঠোর আযাব প্রদানকারী ও প্রবল সম্রাট।

(৩) وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ فِى الْخَلْقِ

(৩) আমরা সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নাই, তিনি একক, সৃষ্টি ও আদেশ দানে তাঁহার কোন শরীক নাই।

وَالْاَمْرِ - (৪) وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ

(৪) আমরা আরও সাক্ষ্য দেই যে, সাইয়্যেদিনা হযরত মুহম্মদ মোস্তফা (দঃ) তাঁহার

وَرَسُوْلُهُ الْمَبْعُوْثُ اِلَى الْاَسْوَدِ وَالْاَحْمَرِ - اَلْمَنْعُوْتُ بِشَرْحِ

বান্দা ও লাল কাল নির্বিশেষে সারা মানব জাতির প্রতি প্রেরিত রাসূল।

الصَّدْرِ وَرَفْعِ الذِّكْرِ - (٥) وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ

তিনি প্রসারিত বক্ষ ও সর্বোচ্চ প্রশংসায় ভূষিত। (৫) আল্লাহ্‌র করুণা

وَاَصْحَابِهِ الَّذِيْنَ هُمْ خُلَاصَةُ الْعَرَبِ الْعَرْبَاءِ - وَخَيْرُ الْخَلَائِقِ

বর্ষিত হউক তাঁহার উপর, তাঁহার পরিজন এবং তাঁহার সেই ছাহাবীদের উপর যাঁহারা খাঁটি আরবদের মধ্যে বিশিষ্ট এবং সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে নবীদের

بَعْدَ الْاَنْبِيَاءِ - (٦) اَمَّا بَعْدُ فَيَا اَيُّهَا النَّاسُ وَحِّدُوا اللّٰهَ

পরেই যাঁহারা শ্রেষ্ঠ। (৬) অতঃপর, হে মানব মণ্ডলী! আল্লাহ্‌কে এক বলিয়া

فَاِنَّ التَّوْحِيْدَ رَاْسُ الطَّاعَاتِ - (٧) وَاتَّقُوا اللّٰهَ فَاِنَّ

জানিবে, কেননা একত্বে বিশ্বাস করাই হইতেছে সকল এবাদতের মূল।

التَّقْوٰى مِلَاكُ الْحَسَنَاتِ - (٨) وَعَلَيْكُمْ بِالسُّنَّةِ فَاِنَّ السُّنَّةَ

(৭) আল্লাহ্‌কে ভয় কর, কেননা খোদাভীতি হইতেছে সমস্ত নেকীর উৎস।

تَهْدِىْ اِلَى الْاِطَاعَةِ - (٩) وَمَنْ اَطَاعَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ

(৮) তোমরা সুন্নতের পাবন্দী করিবে, কেননা সুন্নৎই আনুগত্যের পথ প্রদর্শক। (৯) এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ ও রাসূলের আনুগত্য বা ফরমাঁবরদারী করে, সে

رَشَدَ وَاهْتَدٰى - (١٠) وَاِيَّاكُمْ وَالْبِدْعَةَ فَاِنَّ الْبِدْعَةَ

সত্য সরল পথের সন্ধান পায় ও সঠিক পথে চলে। (১০) সাবধান, বেদ্‌আত

تَهْدِىْ اِلَى الْمَعْصِيَةِ - وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ

হইতে বাঁচিয়া থাকিবে, কেননা বেদ্‌আত নাফরমানীর পথে লইয়া যায় এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ ও তাঁহার রাসূলের নাফরমানী করে, সে নিশ্চয়ই গোমরাহ্‌ ও

وَغَوٰى - (١١) وَعَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَاِنَّ الصِّدْقَ يُنْجِىْ وَالْكِذْبَ

বিপথগামী। (১১) তোমরা অবশ্যই সত্যকে আঁকড়াইয়া ধরিবে, কেননা

يُهْلِكُ - وَعَلَيْكُمْ بِالْاِحْسَانِ - فَاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ -

সত্য নাজাত দাতা এবং মিথ্যা ধ্বংসকারী। তোমরা অবশ্যই নেকী করিবে, কেননা

(١٢) وَلَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ فَاِنَّهٗ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ ۵ لَا

আল্লাহ্ পাক নেক্কারদেরে ভালবাসেন। (১২) আল্লাহ্র রহমত হইতে নিরাশ

وَلَا تُحِبُّوا الدُّنْيَا فَتَكُوْنُوْا مِنَ الْخَاسِرِيْنَ ۵ (١٣) اَلَا وَاِنَّ

হইও না, কেননা, তিনি সকল দয়ালুর চাইতে অধিকতর দয়াশীল। দুনিয়ার মোহে পড়িও না, নতুবা সর্বনাশে পতিত হইবে। (১৩) স্মরণ রাখিবে,

نَفْسًا لَّنْ تَمُوْتَ حَتّٰى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَجْمِلُوْا

রিযক পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত কাহারও মৃত্যু ঘটে না। সুতরাং আল্লাহ্কে ভয়

فِى الطَّلَبِ وَتَوَكَّلُوْا عَلَيْهِ فَاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ -

কর ও সৎভাবে রিযক অন্বেষণ কর এবং আল্লাহ্র উপর তাওয়াক্কুল কর।

(١٤) وَادْعُوْهُ فَاِنَّ رَبَّكُمْ مُجِيْبُ الدَّاعِيْنَ - وَاسْتَغْفِرُوْهُ

কেননা, আল্লাহ্ তাআলা তাওয়াক্কুলকারীদেরে ভালবাসেন। (১৪) আল্লাহ্র কাছে দোআ চাও। কেননা, তোমাদের পরওয়ারদেগার প্রার্থনাকারীদের দোআ

يُمْدِدْكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّبَنِيْنَ - (١٥) اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ

কবুল করেন এবং তাঁহার কাছে মাগফিরাত চাও, আল্লাহ্ তোমাদেরে ধনবল ও জনবল দ্বারা সাহায্য করিবেন। (১৫) বিতাড়িত শয়তান হইতে আল্লাহ্র

الرَّجِيْمِ ۝ (١٦) وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِىْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ اِنَّ

কাছে আশ্রয় চাহিতেছি। (১৬) তোমাদের পরওয়ারদেগার বলিয়াছেন ঃ আমার কাছে দোআ কর, আমি তোমাদের দোআ কবুল করিব। নিঃসন্দেহ,

اَلَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِىْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ -

যাহারা আমার এবাদৎ হইতে গর্বভরে বিরত থাকে, তাহারা অতি শীঘ্রই লজ্জিত হইয়া

بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ فِى الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ - وَنَفَعَنَا وَاِيَّاكُمْ

জাহান্নামে ঢুকিবে। আল্লাহ্ তাঁহার পবিত্র মহাগ্রন্থ কোরআনের মাধ্যমে আমার

بِالْاٰيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ - اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ لِىْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ

ও আপনাদের জন্য বরকত দান করুন এবং আয়াতসমূহ ও হেকমতপূর্ণ বাণীসমূহ হইতে আমাকে এবং আপনাদেরে উপকৃত করুন। আমি আমার, আপনাদের এবং

الْمُسْلِمِيْنَ فَاسْتَغْفِرُوْهُ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ۝

সমস্ত মুসলমানের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে মাগফিরাত কামনা করি। আপনারাও তাঁহার কাছে মাগফিরাত কামনা করুন। নিশ্চয়ই তিনি পরম ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

খোৎবা—৫৮

জুমুআর ছানী খোৎবা

(হযরত মওলানা শাহ্ ইসমাঈল শহীদ [রঃ] সংকলিত)

(১) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ

(১) সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌রই জন্য। আমরা তাঁহারই প্রশংসা করি, তাঁহার কাছে সাহায্য কামনা ও ক্ষমা ভিক্ষা করি, তাঁহার উপর ঈমান

وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ

(বিশ্বাস) রাখি এবং তাঁহারই উপর তাওয়াক্কুল (নির্ভর) করি এবং আমরা সমস্ত মন্দ কাজ হইতে আল্লাহ্‌র নিকট পানাহ্ চাই। আল্লাহ্ যাহাকে

اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِى اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ -

হেদায়ৎ করেন, কেহই তাহাকে গোমরাহ্ বা পথভ্রষ্ট করিতে পারিবে না এবং আল্লাহ্ যাহাকে গোমরাহ্ করেন, তাহাকে কেহই হেদায়ৎ করিতে পারিবে না।

وَنَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ

আমরা সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন মাবুদ নাই। তিনি একক, তাঁহার কোন শরীক নাই। আমরা সাক্ষ্য দিতেছি যে, সাইয়্যেদেনা

مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ

হযরত মুহম্মদ (দঃ) আল্লাহ্র বান্দা ও তাঁহার রাসূল। আল্লাহ্ তা'আলার করুণা,

وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا - (২) اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ اَصْدَقَ

বরকত ও শান্তি বর্ষিত হউক তাঁহার উপর এবং তাঁহার পরিবার-পরিজন ও

الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللّٰهِ وَاَوْثَقَ الْعُرٰى كَلِمَةُ التَّقْوٰى -

ছাহাবীদের উপর। (২) নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র কিতাবই হইতেছে সর্বাধিক সত্য

(৩) وَخَيْرَ الْمِلَلِ مِلَّةُ اِبْرَاهِيْمَ ۴ وَخَيْرَ السُّنَنِ سُنَّةُ مُحَمَّدٍ

বাণী এবং তাক্ওয়ার উপকরণ সমধিক মযবূত 'কড়া'। (৩) সর্বাপেক্ষা উত্তম

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ - (৪) وَاَشْرَفَ الْحَدِيْثِ

মিল্লাত হইল ইব্রাহীমী মিল্লাত এবং সুন্নতে মুহম্মদী সর্বাপেক্ষা উত্তম সুন্নত।

ذِكْرُ اللّٰهِ وَاَحْسَنَ الْقَصَصِ هٰذَا الْقُرْاٰنُ وَخَيْرَ الْاُمُوْرِ عَوَازِمُهَا

(৪) সর্বাপেক্ষা উত্তম বাণী আল্লাহ্র যিক্র এবং সর্বোত্তম নছীহত এই কোরআন।

وَشَرَّ الْاُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا - (৫) وَاَشْرَفَ الْمَوْتِ قَتْلُ الشُّهَدَاءِ

দৃঢ়তার সহিত শরীঅতের উপর চলা সর্বোত্তম কাজ, আর ধর্মে নূতন আবিষ্কারসমূহ সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট কাজ। (৫) শহীদের মৃত্যু সর্বাপেক্ষা উত্তম মৃত্যু, হেদায়তের

وَاَعْمَى الْعَمٰى الضَّلَالَةُ بَعْدَ الْهُدٰى - (৬) وَخَيْرَ الْعِلْمِ مَا نَفَعَ

পর গোমরাহীতে পতিত হওয়া সর্বাপেক্ষা বড় অন্ধতা। (৬) উহাই সর্বাপেক্ষা

وَخَيْرَ الْهَدْيِ مَا اتُّبِعَ - (٧) وَمِنَ النَّاسِ مَنْ لَّا يَأْتِى بِالصَّلٰوةِ

উত্তম এলেম যাহা দ্বারা উপকার সাধিত হয় এবং উহাই সর্বাপেক্ষা উত্তম আদর্শ যাহা অনুকরণযোগ্য। (৭) এবং লোকের মধ্যে এমন(নিকৃষ্ট)লোকও আছে।

اِلَّا دُبُرًا - وَمِنْهُمْ مَّنْ لَّا يَذْكُرُ اللّٰهَ اِلَّا هُجْرًا - (٨) وَاَعْظَمَ

যাহারা নামাযের শুধু শেষাংশে থাকে এবং অনেকে খোদাকে শুধু অশ্লীল

الْخَطَايَا اللِّسَانُ الْكَذُوْبُ - وَخَيْرَ الْغِنٰى غِنَى النَّفْسِ وَخَيْرَ

বাক্যে উচ্চারণ করে। (৮) মিথ্যা কথা বলাই সর্বাপেক্ষা বড় গোনাহ্ এবং

الزَّادِ التَّقْوٰى - وَخَيْرَ مَا وُقِرَ فِى الْقُلُوْبِ الْيَقِيْنُ -

আত্মার প্রাচুর্যই হইতেছে সর্বাপেক্ষা বড় প্রাচুর্য। সর্বাপেক্ষা উত্তম পাথেয় হইতেছে তাক্‌ওয়া এবং অন্তরে যতকিছু সঞ্চিত হয় তন্মধ্যে দৃঢ় বিশ্বাসই

(٩) وَالْاِرْتِيَابُ مِنَ الْكُفْرِ - وَالنِّيَاحَةُ مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ

সর্বোত্তম। (৯) সন্দেহ কুফ্‌র হইতে উৎপত্তি, শোকগাথা জাহেলিয়ত যুগের

وَالْغُلُوْلُ مِنْ جُثَاءِ جَهَنَّمَ - وَالْكَنْزُ كَىٌّ مِّنَ النَّارِ -

কার্য বিশেষ। নাজায়েযভাবে উপার্জিত মাল জাহান্নামের সম্পদ এবং সঞ্চিত

(١٠) وَالشِّعْرُ مِنْ مَّزَامِيْرِ اِبْلِيْسَ - وَالْخَمْرُ جِمَاعُ الْاِثْمِ -

ধন হইবে আগুনের দাগ। (১০) কবিতা বা গান ইবলীসের বাদ্য-যন্ত্র, শরাব

وَالنِّسَاءُ حِبَالَةُ الشَّيْطَانِ - (١١) وَالشَّبَابُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْجُنُوْنِ -

সমস্ত পাপের উৎস, নারী শয়তানের রজ্জু।(১১)এবং যৌবন উন্মাদনার অংশ

وَشَرُّ الْمَكَاسِبِ كَسْبُ الرِّبٰوا - وَشَرُّ الْمَاكِلِ مَالُ الْيَتِيْمِ -

বিশেষ, সুদের উপার্জন নিকৃষ্টতম উপার্জন এবং এতীমের মাল নিকৃষ্টতম আহার্য।

(১২) وَالسَّعِيْدُ مَنْ وُعِظَ بِغَيْرِهٖ - وَالشَّقِيُّ مَنْ شَقِيَ فِيْ بَطْنِ

(১২) নেক্‌বখত সেই ব্যক্তি যে অপরের অবস্থা হইতে উপদেশ গ্রহণ করে

اُمِّهٖ - (১৩) وَاِنَّمَا يَصِيْرُ اَحَدُكُمْ اِلٰى مَوْضِعِ اَرْبَعَةِ اَذْرُعٍ -

এবং দুর্ভাগা সেই ব্যক্তি যে, মাতৃগর্ভ হইতেই দুর্ভাগা। (১৩) তোমাদের

وَمِلَاكُ الْعَمَلِ خَوَاتِمُهٗ - وَسِبَابُ الْمُؤْمِنِ فُسُوْقٌ - وَقِتَالُهٗ كُفْرٌ -

প্রত্যেকেরই গন্তব্যস্থল চার হাত জায়গার দিকে। শেষ আমলই হইল সকল আমলের মূলধন, (ভাল-মন্দের উপর) মু'মিনকে গালি দেওয়া ফাসেকী এবং

وَاَكْلُ لَحْمِهٖ مِنْ مَعْصِيَةِ اللّٰهِ - وَحُرْمَةُ مَالِهٖ كَحُرْمَةِ دَمِهٖ -

তাহার সহিত লড়াই করা কুফরী। মু'মিনদের গোশ্‌ত ভক্ষণ (গীবত) আল্লাহ্‌র নাফরমানী এবং মু'মিনের মালের মর্যাদা তাহার প্রাণের মর্যাদা-তুল্য হারাম।

(১৪) وَمَنْ يَّتَاَلَّ عَلَى اللّٰهِ يُكَذِّبْهُ - وَشَرُّ الرِّوَايَا رِوَايَا

(১৪) যে খোদার নামে (অত্যধিক) কসম খায়, সে আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা

الْكَذِبِ - (১৫) وَمَنْ يُّكْظِمِ الْغَيْظَ يَاْجُرْهُ اللّٰهُ - وَمَنْ يَّصْبِرْ

আরোপ করে। মিথ্যা হাদীস বর্ণনাকারীই সর্বাধিক নিকৃষ্ট বর্ণনাকারী। (১৫) যে ক্রোধকে হযম করিয়া লয়, আল্লাহ্‌ তাহাকে ইহার প্রতিদান

عَلَى الرَّزِيَّةِ يُعَوِّضْهُ اللّٰهُ - وَمَنْ يَّسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَغْفِرْ لَهٗ - وَمَنْ

দিবেন। বিপদে যে ধৈর্য ধারণ করে, আল্লাহ্‌ তাহাকে তাহার প্রতিদান দিবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র কাছে মাগফিরাত কামনা করে, আল্লাহ্‌ তাহাকে

يَّسْتَعْفِ يُعْفِهِ اللّٰهُ - (১৬) قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ

মা'ফ করেন, যে গোনাহ্‌-মোচন চায়' আল্লাহ্‌ তাহার গোনাহ্‌ মোচন করেন।

وَسَلَّمَ اَرْحَمُ اُمَّتِىْ بِاُمَّتِىْ اَبُوْبَكْرٍ- وَّاَشَدُّهُمْ فِىْ اَمْرِ

(১৬) নবী (দঃ) বলিয়াছেন ঃ আমার উম্মতের মধ্যে আবু বকরই সর্বাধিক দয়ার্দ্র এবং আল্লাহ্র (দ্বীনের) ব্যাপারে উম্মতের মধ্যে সর্বাধিক মযবূত

اللّٰهِ عُمَرُ- وَاَحْيَاهُمْ عُثْمَانُ- وَاَقْضَاهُمْ عَلِىٌّ- (১৭) وَّسَيِّدَا

উমর। উম্মতের মধ্যে সর্বাধিক লজ্জাশীল উছমান এবং সর্বোত্তম বিচারক আলী।

شَبَابِ اَهْلِ الْجَنَّةِ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ- وَسَيِّدَةُ نِسَاءِ اَهْلِ

(১৭) হাসান ও হোসায়ন জান্নাতবাসী যুবকদের নেতৃদ্বয় এবং জান্নাতবাসীনী

الْجَنَّةِ فَاطِمَةُ- (১৮) وَسَيِّدُ الشُّهَدَاءِ حَمْزَةُ- اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ

নারীদের সর্দার ফাতেমা। (১৮) হামযা সমস্ত শহীদদের সর্দার। হে

لِلْعَبَّاسِ وَوَلَدِهٖ مَغْفِرَةً ظَاهِرَةً وَّبَاطِنَةً لَّاتُغَادِرُ ذَنْبًا-

পরওয়ারদেগার! আব্বাস এবং তাঁহার পুত্রের সমস্ত জাহেরী ও বাতেনী গোনাহ্ মা'ফ করিয়া দিন। কোন গোনাহ্ই যেন ক্ষমা হইতে বাদ না পড়ে।

(১৯) اَللّٰهَ اَللّٰهَ فِىْ اَصْحَابِىْ لَاتَتَّخِذُوْهُمْ مِّنْ بَعْدِىْ غَرَضًا

(১৯) আমার ছাহাবীদের ব্যাপারে আল্লাহ্কে ভয় কর, আল্লাহ্কে ভয় কর। আমার

مَّنْ اَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّىْ اَحَبَّهُمْ وَمَنْ اَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِىْ اَبْغَضَهُمْ-

পরে তাঁহাদেরে সমালোচনার লক্ষ্যস্থল বানাইও না। যে তাঁহাদেরে ভালবাসিবে সে আমার মহব্বতেই তাহা করিবে এবং যে তাঁহাদের সহিত শত্রুতা রাখিবে সে

(২০) وَخَيْرُ الْقُرُوْنِ قَرْنِىْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ

আমার সহিত শত্রুতার দরুনই এমন করিবে। (২০) সর্বোত্তম যুগ হইতেছে

يَلُوْنَهُمْ وَالسُّلْطَانُ ظِلُّ اللّٰهِ مَنْ اَكْرَمَهٗ اَكْرَمَهُ اللّٰهُ - وَمَنْ

আমার যুগ, তারপর অব্যবহিত পরের যুগ, তৎপর যাহারা সে যুগের পরের যুগে অবস্থান করিবে। (ইসলামী) রাষ্ট্রের সর্বাধিনায়ক আল্লাহ্‌র ছায়াস্বরূপ;

اَهَانَهٗ اَهَانَهُ اللّٰهُ - (২১) اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ

যে ব্যক্তি তাহার সম্মান করিবে, আল্লাহ্ পাক তাহাকে মর্যাদা দান করিবেন। যে তাহাকে অপদস্থ করিবে আল্লাহ্ তাহাকে অপদস্থ করিবেন। (২১) হে

سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ - (২২) وَلَا تَجْعَلْ فِىْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

পরওয়ারদেগার! আমাদেরে ও আমাদের পূর্ববর্তী ভাইদেরে যাহারা ঈমানের সহিত দুনিয়া হইতে বিদায় হইয়াছেন, সকলকে ক্ষমা করুন এবং (২২) মু'মিনদের প্রতি

رَبَّنَا اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ - (২৩) اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ

আমাদের দিলে কিনা বা বিদ্বেষ সৃষ্টি করিবেন না। হে পরওয়ারদেগার! নিঃসন্দেহে

وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ اَلْاَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْاَمْوَاتِ

আপনি অত্যন্ত দয়ালু ও মেহেরবান। (২৩) হে পরওয়ারদেগার! জীবিত ও মৃত

(২৪) اَللّٰهُمَّ انْصُرْ مَنْ نَّصَرَ دِيْنَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

সমস্ত মু'মিন মুসলমান নরনারীকে ক্ষমা করুন। (২৪) হে পরওয়ারদেগার! যে বা যাহারা মুহম্মদ (দঃ)-এর দ্বীনের সাহায্য করে, তাহাদেরে আপনিও

وَاخْذُلْ مَنْ خَذَلَ دِيْنَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (২৫) عِبَادَ

সাহায্য করুন এবং যাহারা তাঁহার দ্বীনকে অপদস্থ করিতে প্রয়াস পায়,

اللّٰهِ رَحِمَكُمُ اللّٰهُ - اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ

তাহাদেরে আপনি অপদস্থ করুন। (২৫) হে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ! আল্লাহ্‌র রহমত আপনাদের উপর বর্ষিত হউক। নিশ্চয়, আল্লাহ্ ন্যায়-নীতি, সততা, পরোপকার

وَإِيْتَاءِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْىِ ط

এবং ঘনিষ্টদের মধ্যে দান-খয়রাত বিতরণের আদেশ করেন এবং অশ্লীল নির্লজ্জতাজনক নিষিদ্ধ কার্যকলাপ ও সীমালংঘন হইতে বিরত থাকিতে হুকুম

يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ - اُذْكُرُوا اللّٰهَ يَذْكُرْكُمْ (২৬)

করেন। (২৬) তিনি তোমাদিগকে নছীহত করেন, যেন তোমরা উপদেশে উপকৃত হও। তোমরা আল্লাহ্‌কে স্মরণ কর, তিনি তোমাদেরে স্মরণ, (কৃপা) করিবেন

وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ تَعَالٰى اَعْلٰى وَاَوْلٰى

এবং তোমরা তাঁহার কাছে দোঁআ চাও, তিনি কবুল করিবেন। নিঃসন্দেহ,

وَاَعَزُّ وَاَجَلُّ وَاَهَمُّ وَاَتَمُّ وَاَعْظَمُ وَاَكْبَرُ ٥

আল্লাহ্ তাআলার যিক্‌রই সর্বোচ্চ, সর্বোত্তম'শ্রেষ্ঠ সম্মানী, সমধিক মর্যাদাবান, সর্বাধিক কামেল, সমধিক গুরুত্ব পূর্ণ এবং সর্বাধিক মহান।

জুমুআর পয়লা খোৎবা—৫৯

(শায়খুল ইসলাম হযরত মওলানা সাইয়্যেদ হুসাইন আহ্‌মদ মদনী[রঃ] সংকলিত)

(১) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ هَدَانَا لِخَيْرِ الْاَدْيَانِ وَمَا كُنَّا

(১) সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্‌র জন্য যিনি আমাদেরে সর্বোত্তম দ্বীনের

لِنَهْتَدِىَ لَوْلَآ اَنْ هَدَانَا اللّٰهُ - (২) وَاَكْمَلَ لَنَا دِيْنَنَا وَاَتَمَّ

দিকে হেদায়ত করিয়াছেন। আল্লাহ্‌ হেদায়ত না করিলে আমাদের হেদায়ত পাওয়ার কোনই শক্তি নাই। (২) এবং যিনি আমাদের জন্য আমাদের

عَلَيْنَا نِعْمَتَهٗ وَرَضِىَ لَنَا الْاِسْلَامَ دِيْنًا - (৩) فَلَا نَعْبُدُ

দ্বীনকে কামেল (পূর্ণ) করিয়া দিয়াছেন, তাঁহার নেয়ামত আমাদেরে পূর্ণভাবে দান করিয়াছেন এবং ইসলামকে আমাদের দ্বীনরূপে মনোনীত করিয়াছেন।

وَلَانَسْتَعِيْنُ اِلَّآ اِيَّاهُ - (৪) اَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِ اَهْلِ الْاِيْمَانِ

(৩) আমরা তিনি ব্যতীত অন্য কাহারো এবাদত (দাসত্ব) করি না এবং তিনি ব্যতীত অন্য কাহারো কাছে সাহায্য কামনা করি না। (৪) তিনি

فَاَصْبَحُوْا بِنِعْمَتِهٖٓ اِخْوَانًا - (৫) وَحَثَّهُمْ عَلٰٓى اَنْ يَّكُوْنُوْا كَاَعْضَاءِ

মু'মিনদের দিলে পরস্পরের প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাঁহারই করুণায় তাহারা (মোমেনরা) পরস্পর ভাই ভাই হইয়াছে। (৫) মু'মেনদিগকে

جَسَدٍ وَّاحِدٍ اَنْصَارًا وَّاَخْدَانًا - (৬) نَهَاهُمْ عَنْ مُّوَالَاةِ

একই দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মত পরস্পর সাহায্যকারী ও বন্ধু হওয়ার জন্য উৎসাহিত করিয়াছেন। (৬) তিনি তাহাদিগকে (অর্থাৎ মুমেনদিগকে)

اَعْدَائِهٖٓ اَعْدَاءِ الْاِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِيْنَ - (৭) وَاَوْعَدَهُمْ

তাঁহার এবং তাঁহার প্রদত্ত ধর্ম ইসলাম ও মুসলমান জাতির শত্রুদের সহিত

بِمَسِّ النَّارِ وَالْخُذْلَانِ عَلَى الرُّكُوْنِ اِلَى الظَّالِمِيْنَ -

বন্ধুত্ব স্থাপন করিতে নিষেধ করিয়াছেন। (৭) এবং যালেমদের দিকে ঝুঁকিয়া

(৮) وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى شَمْسِ الْهِدَايَةِ وَالْيَقِيْنِ الْمُمَيِّزِيْنَ

পড়িলে পরিণামে দোযখ ভোগ এবং লাঞ্ছনার ধম্‌কি দিয়াছেন। (৮) রহমত ও শান্তি বর্ষিত হউক ঈমান ও হেদায়তের সূর্যমণি, পাক না-পাকের প্রভেদকারী,

الطَّيِّبِ وَالْخَبِيْثِ الْمُهِيْنِ - (৯) اَلْمَامُوْرِ بِالْغِلْظَةِ وَالْجِهَادِ عَلَى

(৯) কুফ্‌ফার ও মুনাফিকদের সহিত কঠোরতা অবলম্বন, জেহাদ পরিচালনা

الْكُفَّارِ وَالْمُنَافِقِيْنَ وَاَعْدَادِ الْمُسْتَطَاعِ مِنَ الْقُوَّةِ الْمُرْهِبَةِ

এবং আল্লাহ্‌র লাঞ্ছিত দুশমনদের অন্তরে ভীতি-কম্পন সৃষ্টিকারী অস্ত্র-শস্ত্র, যুদ্ধ

قُلُوْبَ اَعْدَاءِ اللّٰهِ الْمَخْذُوْلِيْنَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ

সরঞ্জামাদি সাধ্যানুসারে সংগ্রহ করিয়া রাখিবার জন্য আদিষ্ট সাইয়্যেদেনা হযরত

الْمَبْعُوْثِ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ مُنْقِذًا لِّلْخَلَائِقِ مِنْ غَضَبِ اللّٰهِ

মুহাম্মদ (দঃ)-এর প্রতি যিনি সারা-জাহানের জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরিত ও

ذِى الْقُوَّةِ الْمَتِيْنِ - (১০) وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهِ الْاَشِدَّاءِ عَلَى

মখলুকাৎকে প্রবল পরাক্রম, পরম শক্তিমান আল্লাহ্‌র গযব হইতে নিস্তার দাতা।

الْكُفَّارِ الرُّحَمَاءِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَاَتْبَاعِهِمْ وَتَابِعِيْهِمْ

(১০) এবং কাফেরদের উপর বজ্রকঠোর ও মুমেনদের সহিত বন্ধুভাবাপন্ন ও

اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ الْحُمَاةِ بَيْضَةَ الْاِسْلَامِ وَالدِّيْنِ الْمُبِيْنِ -

নম্রতা অবলম্বনকারী তাঁহার পরিবার-পরিজন ও ছাহাবীগণ এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত তাঁহাদের অনুসরণকারীদের উপর, দ্বীনে মুবীন তথা ইসলামের সাহায্যকারী মুমেনদের

(১১) اَمَّا بَعْدُ فَيَا اَيُّهَا النَّاسُ اِلَامَ هٰذَا التَّنَاعُسُ

উপর। (১১) (অতঃপর শুন ঃ) হে মানবজাতি ! আর কতদিন তোমরা সীমাহীন

الْفَظِيْعُ وَلَمْ يَزَلِ الْقُرْاٰنُ الْعَظِيْمُ يُنَبِّهُكُمْ - (১২) وَاِلَامَ

তন্দ্রায় পড়িয়া থাকিবে ? অথচ মহাগ্রন্থ কোরআনে পাক সর্বদা তোমাদেরে

هٰذَا التَّنَاؤُمُ الشَّنِيْعُ وَلَمْ يَبْرَحِ الدَّهْرُ الْيَقْظَانُ

সতর্ক করিতেছে ! (১২) আর কতদিন তোমাদের এই দুর্ভাগ্যজনক গাঢ় নিদ্রার ভান চলিবে ? অথচ জাগ্রত জমানা বার বার তোমাদের জাগাইয়া

يُوْقِظُكُمْ - (১৩) اَمَا بَانَ لَكُمْ اَنَّ الْاُمَمَ قَدْ تَدَاعَتْ عَلَيْكُمْ

দিতেছে ! (১৩) সে কথা কি তোমাদের সম্মুখে পরিষ্কার হইয়া উঠে নাই যে,

تَدَاعِيَ الْاَكَلَةِ عَلَى الْقَصْعَةِ - (১৪) وَاجْتَمَعَتْ عَلَى اَنْ تَبْلُغَ

অন্যান্য জাতিগুলি খাবারপূর্ণ থালার চতুষ্পার্শ্বে খাদ্য-লোভাতুরদের ন্যায় তোমাদের চতুষ্পার্শ্বে জমাআত হইয়া রহিয়াছে। (১৪) তাহারা ইসলাম,

الْمُسْلِمِيْنَ وَبِلَادَهُمْ فَتَمْضَغَهَا مَضْغَةً - (১৫) حَتَّامَ

মুসলিম জাতি এবং মুসলিম রাষ্ট্র ও জনপদগুলিকে গ্রাস করিবার জন্য সমবেত ও

تَخْشَوْنَ النَّاسَ وَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشَوْهُ - (১৬) وَحَتَّامَ

একতাবদ্ধ হইয়াছে। (১৫) আর কতদিন তোমরা মানুষকে ভয় করিতে থাকিবে ? অথচ আল্লাহ্‌কেই সবচেয়ে বেশী ভয় করা উচিত। (১৬) আর

تَتَوَلَّوْنَ الْاَعْدَاءَ وَاللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَحَقُّ اَنْ تَتَوَلَّوْهُ - (১৭) اَفَطَالَ

কতদিন তোমরা দুশ্‌মনদের সহিত বন্ধুত্ব সম্পর্ক রাখিয়া চলিবে ? অথচ আল্লাহ্‌ এবং আল্লাহ্‌র রাসূলের সহিতই তোমাদের বন্ধুত্ব রাখা চাই। (১৭) পূর্ববর্তীদের

عَلَيْكُمُ الْاَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوْبُكُمْ - (১৮) اَمْ زَالَ

মত তোমাদের নিকটও শেষদিন (ক্বিয়ামত) কি অনেক দূর বলিয়া মনে হইতেছে ? আর এই জন্যই কি তোমাদের দিল শক্ত হইয়া গিয়াছে ? (১৮) অথবা আল্লাহ্‌র

عَنْكُمُ الْخُشُوْعُ لِذِكْرِ اللّٰهِ فَتَحَجَّرَتْ اَفْكَارُكُمْ وَعُقُوْلُكُمْ -

যিক্‌রে তোমাদের দিলে নম্রতা (খুশু) সৃষ্টি হওয়ার শক্তি কি লোপ পাইয়াছে ? এই জন্যই কি তোমাদের চিন্তা ও বোধশক্তি পাথরের মত কঠিন হইয়া

(১৯) اَلَا تَرَوْنَ اَنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْاَنْهَارُ وَعَنْ

গিয়াছে ? (১৯) তোমরা কি দেখিতে পাও না যে, আল্লাহ্‌র ভয়ে অনেক

مَّخَافَةِ اللّٰهِ - (২০) وَاَنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَآءُ

পাথরই ফুটিয়া জল-প্রবাহের সৃষ্টি হয় ; (২০) অনেক পাথর আল্লাহ্‌র ভয়ে ফাটিয়া টুকরা টুকরা হইয়া যায় এবং উহাদের ভিতর হইতে পানি বাহির

اَوْ يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ - (২১) اَفَحَسِبْتُمْ اَنْ تُتْرَكُوْٓا اَنْ

হইতে থাকে, আর অনেক পাথর তাঁহার ভয়ে স্থানচ্যুত হইয়া গড়াইয়া পড়ে। (২১) তোমরা কি মনে কর, মুখে "আমরা ঈমান আনিয়াছি" বলিয়া

تَقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا وَاَنْتُمْ لَا تُفْتَنُوْنَ - (২২) اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا

লইলেই তোমাদেরে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে,আর তোমাদের (সত্যতার) পরীক্ষা নেওয়া হইবে না ? (২২) অথবা তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা এমনিই

الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَاْتِكُمْ مَّثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَتُبْتَلُوْا بِمِثْلِ

বেহেশ্‌তে চলিয়া যাইবে, আর তোমাদের পূর্ববর্তীদের মত তোমাদের উপর কঠিন মুহূর্ত আসিবে না এবং তাহাদের ন্যায় তোমাদের পরীক্ষা নেওয়া

مَا كَانُوْا يُبْتَلَوْنَ - (২৩) فَوَاللّٰهِ لَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا

হইবে না ? (২৩) কসম খোদার, নিশ্চয় আল্লাহ্‌ ঐ সমস্ত ব্যক্তিকে (তাহাদের বাহ্যিক কাজের মাধ্যমে) জানিয়া লইবেন, যাহারা তাহাদের ঈমানের দাবীতে

وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِيْنَ - (২৪) وَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جَاهَدُوْا

সত্য এবং অনুরূপ ভাবে মিথ্যাবাদীদেরেও জানিয়া লইবেন। (২৪) তোমাদের

مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِيْنَ - (২৫) فَقَدْ وَرَدَ فِى الْخَبَرِ عَنِ

মধ্য হইতে যাহারা (আল্লাহ্‌র পথে) জেহাদ করিয়াছে, তাহাদিগকে জানিয়া লইবেন

النَّبِيِّ الصَّادِقِ الْاَبَرِّ صَاحِبِ الْقَبْرِ الْاَعْظَمِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

এবং ধৈর্যশীলদেরেও চিনিয়া লইবেন। (২৫) মহাসম্মানী, কবরে বসবাসকারী,

وَسَلَّمَ اَنَّهٗ قَالَ - (২৬) سَيَكُوْنُ بَعْدِىْ اُمَرَاءُ فَمَنْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ

সত্যনবী হুযুরে আকরাম (দঃ) হইতে বর্ণিত আছে— (২৬) আমার পরবর্তীকালে

فَصَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَاَعَانَهُمْ عَلٰى ظُلْمِهِمْ - (২৭) فَلَيْسَ

এমন সব শাসকের সৃষ্টি হইবে যে, যে ব্যক্তি তাহাদের কাছে যাইবে, তাহাদের মিথ্যাকে সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিবে এবং তাহাদের অত্যাচারমূলক কাজে

مِنِّىْ وَلَسْتُ مِنْهُ وَلَيْسَ بِوَارِدٍ عَلَىَّ الْحَوْضَ - (২৮) وَمَنْ

তাহাদের সহায়তা করিবে, (২৭) তাহারা আমার দলবর্তী নয়, আমিও তাহাদের দলবর্তী নই, এমন ব্যক্তি আমার নিকট হাওযে কাওছরে যাইতে পারিবে না।

لَّمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِمْ اَوْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَلَمْ يُعِنْهُمْ

(২৮) আর যাহারা তাহাদের কাছে যাইবে না কিংবা যাইবে, কিন্তু তাহাদের মিথ্যাকে

عَلٰى ظُلْمِهِمْ فَهُوَ مِنِّىْ وَاَنَا مِنْهُ وَهُوَ وَارِدٌ عَلَىَّ الْحَوْضَ -

সত্য প্রতিপন্ন করিবে না এবং যুলমে তাহাদের সাহায্যকারী হইবে না, তাহারা আমার দলবর্তী, আমিও তাহাদের দলবর্তী এবং এমন ব্যক্তি আমার কাছে

(২৯) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ لَاتَحَاسَدُوْا وَلَاتَبَاغَضُوْا

হাওযে কাওছরে যাইবে। (২৯) এবং নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলিয়াছেন ঃ তোমরা পরস্পরে হিংসা-বিদ্বেষ, রেষারেষি ও নিন্দাবাদ

وَلَا تَدَابَرُوْا - وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا - (৩০) وَقَالَ اللّٰهُ

করিও না এবং তোমরা আল্লাহ্র বান্দা ভাই ভাই হইয়া যাও। (৩০) আল্লাহ্তা'আলা

تَعَالٰى فِىْ كِتَابِهِ الْعَظِيْمِ - بَشِّرِ الْمُنَافِقِيْنَ بِاَنَّ لَهُمْ عَذَابًا

তাঁহার মহান কিতাবে এরশাদ ফরমাইয়াছেন ঃ ঐ সমস্ত মোনাফেকদেরে, যাহারা

اَلِيْمَا نِ الَّذِيْنَ يَتَّخِذُوْنَ الْكَافِرِيْنَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ

মোমেনদের পরিবর্তে কাফেরদেরে বন্ধুরূপে বরণ করে, কঠোর শাস্তির সুসংবাদ

(৩১) اَيَبْتَغُوْنَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا - (৩২) بَارَكَ

জানাইয়া দিন। (৩১) তাহারা কি ঐ সমস্ত কাফের খোদাদ্রোহীদের নিকট সম্মান-সম্ভ্রম কামনা করে? নিশ্চয়ই সমস্ত সম্মান-সম্ভ্রম আল্লাহ্ তা'আলারই

اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ فِى الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنَا وَاِيَّاكُمْ

জন্য। (৩২) আল্লাহ্ তা'আলা আমার জন্য ও আপনাদের জন্য কোরআনে আযীমের মাধ্যমে বরকত দান করুন এবং আয়াতসমূহ ও হেকমতপূর্ণ বাণীসমূহের

بِالْاٰيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ ০

আলোচনা হইতে আমাকে ও আপনাদেরে উপকৃত করুন।

খোৎবা—৬০

জুমুআর ছানী খোৎবা

(শায়খুল ইসলাম হযরত মওলানা সাইয়্যেদ হুসাইন আহ্মদ মদনী [রঃ] সংকলিত)

(১) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ

(১) সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্রই জন্য। আমরা তাঁহারই প্রশংসা করি, তাঁহার কাছে সাহায্য কামনা ও ক্ষমা ভিক্ষা করি, তাঁহার উপর ঈমান (বিশ্বাস)

وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ - (২) وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ

রাখি এবং তাঁহারই উপর তাওয়াক্কুল (নির্ভর) করি। (২) আর আমরা সমস্ত

سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا - (৩) مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ

প্রবৃত্তিগত এবং সমস্ত মন্দকাজ হইতে আল্লাহ্‌র নিকট পানাহ্ চাই। (৩) আল্লাহ্ যাহাকে হেদায়ত করেন, কেহই তাহাকে গোমরাহ বা পথভ্রষ্ট করিতে পারিবে না।

فَلَا هَادِيَ لَهٗ - (৪) وَنَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ

আর আল্লাহ্ যাহাকে গোমরাহ্ করেন তাহাকে কেহই হেদায়ত করিতে পারিবে না। (৪) আমরা সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোন

لَهٗ - (৫) وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

মা'বূদ নাই, তিনি একক, তাঁহার কোন শরীক নাই। (৫) আমরা আরও সাক্ষ্য দিতেছি যে, সাইয়্যেদিনা হযরত মুহম্মদ (দঃ) আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁহার প্রেরিত

صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ -

রাসূল। আল্লাহ্ তাআলার করুণা, বরকত ও শান্তি বর্ষিত হউক তাঁহার উপর

(৬) اَمَّا بَعْدُ فَيَا اَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللّٰهَ تَعَالٰى فِى السِّرِّ

এবং তাঁহার পরিবার পরিজন ও ছাহাবীদের উপর। (৬) অতঃপর—হে মানব-মণ্ডলী! গোপনেই হও বা প্রকাশ্যেই হও, সর্বাবস্থায়ই আল্লাহ্‌কে ভয় কর

وَالْعَلَنِ - وَذَرُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ - (৭) وَحَافِظُوْا

এবং প্রকাশ্য ও গুপ্ত সর্বপ্রকারের নির্লজ্জতার কাজ হইতে বাঁচিয়া

عَلَى الْجُمَعِ وَالْجَمَاعَةِ وَوَطِّنُوْا اَنْفُسَكُمْ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ -

থাক। (৭) জুমুআ এবং জমাআতের পূর্ণ পাবন্দি কর এবং আল্লাহ্ ও রাসূলের

(৮) وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ اَمَرَكُمْ بِاَمْرٍ بَدَأَ فِيْهِ بِنَفْسِهٖ - ثُمَّ ثَنّٰى

আনুগত্য বা ফরমাঁবরদারীতে নিজেদেরে অভ্যস্ত কর। (৮) জানিয়া রাখ, আল্লাহ্ তোমাদেরে এমন এক কাজের আদেশ দিয়াছেন, যে কাজে প্রথমতঃ নিজের

بِمَلَائِكَةِ قُدْسِهٖ - (৯) ثُمَّ ثَلَّثَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ بَرِيَّةِ جِنِّهٖ

নাম, দ্বিতীয়তঃ তাঁহার পবিত্র ফেরেশতাদের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। (৯) এবং

وَاِنْسِهٖ - (১০) فَقَالَ وَلَمْ يَزَلْ قَائِلًا كَرِيْمًا تَشْرِيْفًا لِّقَدْرِ

তৃতীয়তঃ তাঁহার সৃষ্ট জিন ও মানবজাতির মধ্যে মোমেনদেরে হুকুম করিয়াছেন।

حَبِيْبِهٖ وَتَبْجِيْلًا وَّتَعْظِيْمًا - (১১) اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ

(১০) সুতরাং তিনি তাঁহার হাবিবের (বন্ধুর) মর্যাদা, মাহাত্ম্য ও সম্মানার্থে

عَلَى النَّبِيِّ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا -

বলিয়াছেন : (১১) "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ও তাঁহার ফেরেশতাবর্গ তাঁহার নবীর উপর দুরূদ পড়েন। হে ঈমানদারগণ! তোমরাও তাঁহার উপর দুরূদ ও সালাম

(১২) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ وَهُوَ فِىْ قَبْرِهٖ حَىٌّ

পাঠ কর।" (১২) স্বীয় কবরে জিন্দা রাসূলে মাকবূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন : কৃপণ সেই ব্যক্তি, যাহার সম্মুখে আমার নাম উল্লেখ হয়

اَلْبَخِيْلُ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهٗ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَىَّ - (১৩) وَقَالَ عَلَيْهِ

অথচ সে আমার উপর দুরূদ পাঠ করে না। (১৩) আনন্দ ও গৌরবের জন্য

الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ وَكَفٰى بِهٖ اِبْتِهَاجًا وَّفَخْرًا - مَنْ صَلّٰى عَلَىَّ

যাঁহার নামই যথেষ্ট সেই নবীয়ে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন : যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদ পাঠ করে, আল্লাহ্ পাক তাহার উপর

وَاحِدَةً صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَشْرًا - (১৪) اَللّٰهُمَّ فَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ

দশবার করুণা বর্ষণ করেন। (১৪) হে খোদা! জগতের মধ্যে আপনার

عَلٰى اَحَبِّ خَلْقِكَ اِلَيْكَ وَاَكْرَمِهِمْ لَدَيْكَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا

সর্বাধিক প্রিয় ও আপনার নিকট সৃষ্টির মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত সত্তা, সাইয়্যেদেনা

مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَتَابِعِيْهِ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى عَدَدَ

হযরত মুহম্মদ মোস্তফা, তাঁহার পরিবার-পরিজন, তাঁহার ছাহাবী, তাবেঈন ও অনুসারীবর্গের উপর ঐ প্রকার ও ঐ পরিমাণে দুরূদ, সালাম ও বরকত নাযিল

مَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى - (১৫) وَارْضَ اللّٰهُمَّ عَنْ صِدِّيْقِ نَبِيِّكَ

করুন, যে প্রকারে এবং যে পরিমাণে আপনি সন্তুষ্ট ও প্রীত হন। (১৫) হে

وَصَدِيْقِهٖ - وَاَنِيْسِهٖ فِى الْغَارِ وَرَفِيْقِهٖ - (১৬) مَنْ قَالَ فِىْ حَقِّهٖ

আমাদের প্রভু! আপনার নবীর বিশ্বাসী, অন্তরঙ্গ বন্ধু, গুহাবাস কালের সঙ্গী ও সাথীর উপর আপনি সন্তুষ্ট থাকুন। (১৬) যাঁহার সম্পর্কে বিধি

سَيِّدُ مَنْ جَاءَ مِنْكَ بِالنَّهْىِ وَالْاَمْرِ - لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيْلًا

নিষেধসহ আগত নবীদের প্রধান (দঃ) বলিয়াছেন : যদি আমি আল্লাহ্ ব্যতীত

غَيْرَ رَبِّىْ لَاتَّخَذْتُ اَبَا بَكْرٍ - (১৭) وَارْضَ اللّٰهُمَّ عَنِ النَّاطِقِ

অন্য কাহাকেও আন্তরিক বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করিতাম, তবে আবু বকরকেই গ্রহণ করিতাম। (১৭) হে পরওয়ারদেগার! আপনি সত্য ও বিশুদ্ধ বাণী

بِالصِّدْقِ وَالصَّوَابِ الْفَارِقِ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ الْاَوَّاهِ

ব্যক্তকারী, হক ও বাতেলের পার্থক্য কারী, খোদাগত প্রাণ ও আল্লাহ্রই কাছে

الْاَوَّابِ - (১৮) مَنْ قَالَ فِىْ حَقِّهٖ سَيِّدُ الْجِنِّ وَالْبَشَرِ - لَوْ كَانَ

অধিকতর ক্রন্দনকারী ওমর ফারুক (রাঃ)-এর উপর সন্তুষ্ট থাকুন। (১৮) জিন ও মানবজাতির শিরমণি রাসূলে মাকবূল (দঃ) যাঁহার সম্পর্কে বলিয়াছেন :

بَعْدِىْ نَبِىٌّ لَكَانَ عُمَرُ رض - (১৯) وَارْضَ اللّٰهُمَّ عَنْ كَامِلِ الْحَيَاءِ

"আমার পরে যদি কেহ নবী হইতেন, তবে ওমরই হইতেন।" (১৯) পূর্ণ

وَالْاِيْمَانِ مُحْيِ اللَّيَالِىْ قِيَامًا وَّتِلَاوَةً وَّدِرَاسَةً وَّجَمْعًا

হায়া (লজ্জাশীলতা) ও ঈমানের অধিকারী, নামায, কোরআন পাঠ ও

لِّلْقُرْاٰنِ - (২০) مَنْ قَالَ فِىْ حَقِّهٖ اَكْمَلُ الْخَلَائِقِ وَسَيِّدُ

সংকলনে রাত্রি জাগরণকারী হযরত ওছমানের প্রতি আপনি সন্তুষ্ট থাকুন। (২০) যাহার সম্পর্কে সৃষ্ট জীবসমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কামেল পুরুষ ও

وُلْدِ عَدْنَانَ لِكُلِّ نَبِيٍّ رَّفِيْقٌ فِى الْجَنَّةِ وَرَفِيْقِىْ فِيْهَا عُثْمَانُ

আদনান বংশের শ্রেষ্ঠতম সন্তান (রাসূলে মাকবূল দঃ) বলিয়াছেন : বেহেশ্‌তে প্রত্যেক নবীরই একজন সঙ্গী হইবেন এবং আমার সঙ্গী হইবেন ওছমান

ابْنُ عَفَّانَ رض - (২১) وَارْضَ اللّٰهُمَّ عَنْ مَّرْكَزِ الْوِلَايَةِ وَالْقَضَاءِ -

ইবনে আফ্‌ফান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)। (২১) হে পরওয়ারদেগার! বেলায়েত

بَابِ مَدِيْنَةِ الْعِلْمِ وَالسَّخَاءِ لَيْثِ بَنِىْ غَالِبٍ - اِمَامِ الْمَشَارِقِ

ও ন্যায় বিচারের উৎস, দান ও জ্ঞান-নগরীর প্রবেশ-দ্বার, বনি গালেব

وَالْمَغَارِبِ - (২২) مَنْ قَالَ فِىْ حَقِّهِ النَّبِىُّ الْاَوَّاهُ - مَنْ كُنْتُ

বংশের সিংহ পুরুষ, মগরিব ও মাশরিকের নেতা (হযরত আলী) এর উপর সন্তুষ্ট হউন। (২২) যাঁহার সম্পর্কে খোদার এশ্‌কে রোদনকারী নবী (দঃ) বলিয়াছেন :

مَوْلَاهُ فَعَلِىٌّ مَّوْلَاهُ - (২৩) وَارْضَ اللّٰهُمَّ عَنِ السَّيِّدَيْنِ

আমি যাহার মাওলা (বা বন্ধু) আলীও তাহার মাওলা। (২৩) হে প্রভু!

الشَّهِيْدَيْنِ الْقَمَرَيْنِ الْمُنِيْرَيْنِ - رَيْحَانَتَىْ سَيِّدِ الْكَوْنَيْنِ -

উজ্জ্বল চন্দ্র, সূর্য, শ্রেষ্ঠ শহীদদ্বয়, সাইয়্যেদুল কাওনায়নের (পৌত্র) সুবাসিত

(٢٤) مَنْ قَالَ فِىْ حَقِّهِمَا مُنِيْرُ فِضَاءِ الدَّارَيْنِ سَيِّدَا شَبَابِ

পুষ্প (হযরত হাসান ও হোসায়েন)-এর উপর রাযী থাকুন। (২৪) যাঁহাদের সম্পর্কে ইহকাল ও পরকালের আকাশ উজ্জ্বলকারী রাসূলে মাকবূল (দঃ)

اَهْلِ الْجَنَّةِ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ - (٢٥) وَارْضَ اللّٰهُمَّ عَنْ

বলিয়াছেন : হাসান ও হোসায়েন বেহেশ্‌তী যুবকদের সর্দার। (২৫) হে প্রভু !

اُمِّهِمَا الْبَتُوْلِ الزَّهْرَاءِ بَضْعَةِ جَسَدِ النَّبِىِّ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ

তাঁহাদের পুণ্যময়ী জননী, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেহের

وَالسَّلَامُ الْعَزِيْزَةِ الْغَرَّاءِ - (٢٦) مَنْ قَالَ فِىْ حَقِّهَا مُنْقِذُ

টুক্‌রা প্রিয়তমা (ফাতেমা) যাহ্‌রা বতূলের উপর আপনি রাযী থাকুন।

الْخَلَائِقِ عَنِ النَّارِ الْحَاطِمَةِ سَيِّدَةُ نِسَاءِ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَاطِمَةُ رض

(২৬) যাঁহার সম্পর্কে উত্তপ্ত অগ্নিকুণ্ড হইতে লোকদিগকে পরিত্রাণকারী (রাসূলে

(٢٧) وَارْضَ اللّٰهُمَّ عَنْ عَمِّىْ نَبِيِّكَ الْمَخْصُوْصِيْنِ بِالْكَمَالَاتِ بَيْنَ

মাকবূল দঃ) বলিয়াছেন : "ফাতেমা হইবে বেহেশতী নারীদের সর্দার।"

النَّاسِ اَبِىْ عُمَارَةَ الْحَمْزَةِ وَاَبِى الْفَضْلِ الْعَبَّاسِ رض -

(২৭) হে প্রভু ! আপনি আপনার নবীর বিশিষ্ট চাচাদ্বয় আবু উমারা হামযা ও

(٢٨) وَارْضَ اللّٰهُمَّ عَنِ السِّتَّةِ الْبَاقِيَةِ مِنَ الْعَشَرَةِ الْمُبَشَّرَةِ

আবুল ফযল আব্বাসের উপর সন্তুষ্ট হউন। (২৮) হে প্রভু ! বেহেশ্‌তের সু-সংবাদ

بِالْجَنَّةِ الْكِرَامِ - (২৯) وَعَنْ سَائِرِ الْبَدْرِيِّيْنَ وَاَصْحَابِ بَيْعَةِ

প্রাপ্ত দশ জনের মধ্যে বাকী ছয় জনের উপর খুশী থাকুন। (২৯) এবং বদর

الرِّضْوَانِ اللُّيُوْثِ الْعِظَامِ - وَعَنْ سَائِرِ الْاَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرِيْنَ

যুদ্ধ ও বয়আতুর রেযওয়ানে শামিল অন্যান্য সিংহ পুরুষ, সকল আনছার ও

مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ وَاَتْبَاعِهِمْ وَتَابِعِيْهِمْ اَجْمَعِيْنَ اِلٰى

মোহাজির ছাহাবা, তাবেয়ীন, তাবে তাবেয়ীন এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত তাঁহাদের

يَوْمِ الْقِيَامِ - (৩০) اَللّٰهُمَّ لَاتَجْعَلْ لِّاَحَدٍ مِّنْهُمْ فِىْ عُنُقِنَا

সমস্ত অনুসারীদের উপরও সন্তুষ্ট থাকুন। (৩০) হে প্রভু! আমাদিগকে

ظَلَامَةً - وَّنَجِّنَا بِحُبِّهِمْ عَنْ اَهْوَالِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ - (৩১) وَاجْعَلْهُمْ

তাঁহাদের মধ্যে কাহারো প্রতি অনাচারের দায়ী করিবেন না এবং তাঁহাদের সম্পর্কে ভালবাসা পোষণ করার খাতিরে ক্বিয়ামতের ভয়াবহতা হইতে আমাদেরে

شُفَعَاءَ لَنَا وَمُشَفَّعِيْنَ بَيْنَ يَدَيْكَ يَوْمَ الْمَحْشَرِ - (৩২) اَللّٰهُمَّ

মুক্তি দিন। (৩১) এবং হাশরের দিনে আপনার দরবারে আমাদের জন্য সুপারিশকারী করিয়া দিন এবং যেন তাঁহাদের সুপারিশ গৃহীত হয়।

يَا مَنْ اَمْرُهٗ بَيْنَ الْكَافِ وَالنُّوْنِ وَمَنْ اِذَا اَرَادَ شَيْئًا

(৩২) হে মহা শক্তিমান সত্তা! যাঁহার সম্পূর্ণ ব্যাপার 'কাফ' ও 'নূন' (বাংলায় 'হ' এবং 'ও')-এর মধ্যে নিহিত এবং যিনি কোনকিছুর ইচ্ছা করিলেই

قَالَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ - (৩৩) نَتَوَسَّلُ اِلَيْكَ بِجَاهِ نَبِيِّكَ

"হও" (كُن) বলেন, আর সাথে সাথেই তাহা হইয়া যায়। (৩৩) হে প্রভু!

اَلْاَمِيْنِ الْمَامُوْنِ - اَنْ تَنْصُرَ الْاِسْلَامَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَتُنْجِزَ وَعْدَ

আপানার আমীন ও মামুন নবী (হযরত মুহম্মদ দঃ)-এর ইজ্জতের ওছিলায় বলিতেছি, ইসলাম ও মুসলমানদেরে সাহায্য করুন এবং "মুমিনদের সাহায্য

وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ - (৩৪) وَوَفِّقْ وُلَاةَ الْاِسْلَامِ

করা আমার কর্তব্য" বলিয়া যে ওয়াদা করিয়াছেন, তাহা পূর্ণ করুন। (৩৪) এবং

وَسَلَاطِيْنَهُمْ لِمَا تُحِبُّهُ وَتَرْضَاهُ - وَاعْصِمْهُمْ عَنِ الضَّلَالِ وَالْغَيِّ

মুসলিম শাসকবৃন্দ ও সম্রাটদেরে আপনার পছন্দনীয় পথে চলার তওফীক

وَالْمَيْلِ اِلَى الشَّيْطَانِ وَمَا يَهْوَاهُ - (৩৫) اَللّٰهُمَّ انْصُرْ مَنْ نَصَرَ

দিন ; তাঁহাদেরে কুপথ, ভ্রান্তি এবং শয়তানের পছন্দসই কার্যকলাপের ঝোঁক হইতে বাঁচাইয়া রাখুন। (৩৫) হে খোদা! ইসলাম ও মুসলমানদের সাহায্য-

الْاِسْلَامَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَاجْعَلْنَا مِنْهُمْ - وَاخْذُلْ مَنْ خَذَلَ الْاِسْلَامَ

কারীদেরে সাহায্য করুন এবং আমাদেরেও তাঁহাদের অন্তর্ভুক্ত করুন এবং ইসলাম

وَالْمُسْلِمِيْنَ - وَلَا تَجْعَلْنَا مَعَهُمْ - (৩৬) وَاغْفِرِ اللّٰهُمَّ لِجَمِيْعِ

ও মুসলমানদের বিড়ম্বনাকারীদেরে লাঞ্ছিত করুন এবং আমাদেরে তাহাদের

الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ اَلْاَحْيَاءِ مِنْهُمْ

অন্তর্ভুক্ত করিবেন না। (৩৬) হে খোদা! সমস্ত জীবিত ও মৃত মোমেন

وَالْاَمْوَاتِ - (৩৭) اِنَّكَ سَمِيْعٌ قَرِيْبٌ مُّجِيْبُ الدَّعَوَاتِ

মুসলিম নরনারীকে ক্ষমা করিয়া দিন। (৩৭) হে বিশ্ব-প্রতিপালক! নিশ্চয় আপনি

يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ - (৩৮) رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا

অধিক শ্রোতা, নিকটবর্তী ও প্রার্থনা গ্রহণকারী। (৩৮) প্রভু হে! আমরা নিজেরাই নিজেদের উপর যুলম্ করিয়াছি, আপনি যদি মাফ না করেন এবং আমাদের প্রতি

وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ - (৩৯) رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا

অনুগ্রহ না করেন, তবে আমরাও চরম ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িব।

بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ

(৩৯) প্রভু হে! হেদায়ত করার পর আমাদের অন্তরকে বাঁকা ও বিপথগামী করিবেন না এবং আপনার তরফ হইতে আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন।

الْوَهَّابُ - (৪০) وَاعْفُ عَنَّا ق وَاغْفِرْ لَنَا ق وَارْحَمْنَا ق

নিঃসন্দেহ, আপনিই সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা। (৪০) আমাদের পাপরাশি মোচন করুন,

اَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ ○ (৪১) عِبَادَ اللّٰهِ

আমাদেরে ক্ষমা করুন, আমাদের উপর রহম করুন। হে খোদা! আপনিই আমাদের মাওলা। সুতরাং কাফেরদের বিরুদ্ধে আমাদিগকে সাহায্য করুন।

رَحِمَكُمُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَاءِ ذِى

(৪১) হে আল্লাহ্র বান্দাগণ! আল্লাহ্র রহমত আপনাদের উপর বর্ষিত হউক। আল্লাহ্ আপনাদেরে ন্যায়নীতি, সততা, পরোপকার এবং ঘনিষ্টদের

الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْىِ يَعِظُكُمْ

মধ্যে দানখয়রাত বিতরণের আদেশ করেন এবং অশ্লীল, নির্লজ্জতাজনক, নিষিদ্ধ কার্যকলাপ ও সীমা লংঘন হইতে বিরত থাকিতে হুকুম করেন। তিনি

لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ○ (৪২) اُذْكُرُوا اللّٰهَ الْعَظِيْمَ يَذْكُرْكُمْ

তোমাদিগকে নছীহত করেন, যেন তোমরা উপদেশে উপকৃত হও। (৪২) তোমরা

وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ - (৪৩) وَلَذِكْرُ اللّٰهِ تَعَالٰى اَعْلٰى

আল্লাহ্কে স্মরণ কর, তিনি তোমাদেরে স্মরণ করিবেন এবং তোমরা তাঁহার কাছে দোআ চাও তিনি কবুল করিবেন। (৪৩) নিশ্চয়, আল্লাহ তা'আলার

وَاَوْلٰى وَاَعَزُّ وَاَجَلُّ وَاَتَمُّ وَاَهَمُّ وَاَكْبَرُ ○

যিক্রই সর্বোচ্চ, সর্বোত্তম, শ্রেষ্ঠ সম্মানী, সমধিক মর্যাদাবান, সর্বাধিক কামেল, সমধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং সর্বাধিক মহান্। পরিশিষ্ট খোৎবা সমাপ্ত।